বাংলাপিডিএফ

মানব জীবন

ডাক্তার লুৎফর রহমান

রনি

মানব-জীবন

মানব-জীবন

تخلقوا باخلاق الله

(Habituate thyself in the qualities of God)

"ইনি যে আত্মীয়, উনি পর বৈ ত নয়,
এ গণনা করে সদা যারা নীচাশয়।"

ডাঃ লুৎফর রহমান

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

প্রকাশ ভবন
ঢাকা-১

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection

বইটি সাবধানতা এবং মমতার
সাথে ব্যবহার করুন।

প্রকাশনা ঃ
এম, আবদুল হক
প্রকাশ ভবন
৫, বাংলা বাজার, ঢাকা—১
মুদ্রণ ঃ
এস, এইচ, খান
ঊষা প্রিণ্টার্স
৩১/৩, সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা—১
প্রচ্ছদপট ঃ
এম, মহিউদ্দীন
ভাদ্র—১৩৭৪
(গ্রন্থস্বত্ব লেখকের ওয়ারিসান কর্তৃক সংরক্ষিত)

এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা

মানব-জীবন

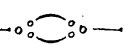

মানব-চিত্তের তৃপ্তি

মানব-চিত্তের তৃপ্তি অর্থ, প্রধান্য, ক্ষমতা এবং রাজ্যলাভে নাই। আলেকজান্দার সমস্ত জগৎ জয় করেও শান্তি লাভ করেন নাই। মানুষ অর্থের পেছনে ছুটেছে—অপরিমিত অর্থ তাকে দাও, সে আরও চাবে। তার মনে হবে আরও পেলে সুখী হব। সমস্ত জগৎ তাকে দাও, তবুও সে সুখী হবে না। জাগতিক ভাবে যারা অন্ধ, তারাই জীবনের সুখ এইভাবে খোঁজে। দরিদ্র যে, সে আমার জীবন ও সুখ-সাচ্ছন্দ্যকে ঈর্ষা করছে, সে আমার অবস্থার দিকে কত উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে থাকে,—কিন্তু আমি নিজে কত অসুখী! পরম সত্যের সন্ধান যারা পায় নাই, মানব-হৃদয়ের ধর্ম কি, তা যারা বুঝতে পারে পাই—তারাই এইভাবে জ্ব'লে পুড়ে মরে, এমনকি এই শ্রেণীর লোক যতই মৃত্যুর পথে

অগ্রসর হতে থাকে, ততই এদের জীবনের জ্বালা বাড়ে। প্রতিহিংসা-বৃত্তি, বিবাদ, অর্থ-লোভ আরও তীব্রভাবে তাদেরকে মত্ত ও মুগ্ধ করে! তখনও তারা যথার্থ কল্যাণের পথ কি, তা অনুভব করতে পারে না। জীবন ভ'রে যেমন ক'রে সুখের সন্ধানে এরা ছুটেছে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও তেমনি তারা সুখের সন্ধান করে,—পায় না; এই পথে মানুষ সুখ পাবে না। ক্রোধে তারা চিৎকার করে, মানুষকে তারা দংশন করে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের দুঃখী, আহত, ব্যথিত মন নিজের দেহ এবং পরের অন্তরকে বিষাক্ত করে। বল্‌তে কি, মানুষ জাগতিক কোন সাধনায় সুখ, আনন্দ এবং তৃপ্তি পাবে না। এই পথ থেকে মানুষকে ফির্‌তে বলি; সমস্ত মহাপুরুষই এই কথা বলেছেন। মানুষ তার জীবনকে অনুভব কর্‌তে পারে নাই; শয়তান মানুষ-চিত্তকে ধর্মের নামে ভ্রমান্ধ করেছে।

সত্যের সাধনাই মানব-হৃদয়ের চরম ও পরম সাধনা। পরম সত্যকে দিনে দিনে জীবনের প্রতি কাজের ভিতর দিয়ে অনুভব করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা। কত বিচিত্র ভাবে তাকে অনুভব কর্‌তে হবে তার ইয়ত্তা নাই। যিনি যতটুকু এই পরম সত্যকে অনুভব কর্‌তে পেরেছেন, তিনি তত বড় সাধক, সন্ন্যাসী এবং ফকীর। জগতে যা কিছু কর, যত কাজেই যোগ দাও, পরিবার প্রতিপালন কর, শিশুর মুখে চুম্বন দাও—মানব-চিত্তের এই এক-মাত্র গুরুতর সাধনা ও আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

সত্যময় আল্লাহ্‌তালাকে হৃদয়ে ধারণ করা, তাঁতে মিশে যাওয়া, আল্লাহ্‌ময় হ'য়ে যাওয়া,—সর্ব প্রকারের সত্য, সুন্দর, মধুর ও পূর্ণ হয়ে উঠা—এই-ই চরম এবাদত।

আত্মার এই সিদ্ধির জন্যই ধর্মের যাবতীয় বিধি-বন্ধন। শুধু বিধি-বন্ধনে মত্ত থাক্‌লে এবং তাকেই চরম মনে কর্‌লে মানবাত্মা বিনষ্ট হবেই। হাজার নিয়ম পালন ও রোজা উপাসনায় তাকে উন্নত ও উজ্জ্বল কর্‌তে পারবে না। জীবনকে আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গীন ক'রে তুলতে হবে; সমস্ত চিন্তা, কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে সেই সত্য সুন্দর ও সুমহানের গুণকে প্রকাশ করতে হ'বে।

———

আল্লাহ্

বহু দিন আগে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'আল্লাহ্ কি ?' তিনি বললেন 'আল্লাহ্, অনন্ত—তাকে কেউ জানে না।'

আল্লাহ্র এই ব্যাখ্যা মানুষের পক্ষে বিন্দুমাত্রও আশার কথা নহে। 'আল্লাহ্ অনন্ত' শুনে আমাদের মন বিন্দুমাত্র বিচলিত ও চঞ্চল হয় না। এই ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাই নয়। বস্তুতঃ আরও অনেকে আল্লাহ্র ব্যাখ্যা অনেক কথায় দিয়ে থাকেন, তাতে আল্লাহ্র পরিচয় মানুষ একটুও পায় না,—মানুষ বিরক্ত ও ক্লান্ত হ'য়ে উঠে।

এই জগৎ, এই অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত জীবের উৎস যিনি আছেন এবং থাক্‌বেন,—যিনি চিরসত্য, যিনি সর্বব্যাপী, যিনি আমাতে আছেন, যিনি আমাকে ভালবাসেন, প্রেম করেন, আমার সঙ্গে খেলা করেন, পথে পথে ঘুরে বেড়ান—আকাশে যাঁর বাঁশী বাজে, হাম্বারবে যাঁর অফুরন্ত প্রেম উছ্‌লে উঠে, যিনি মাতৃহারা শিশুর আর্তকণ্ঠে বিশ্বকে মা বলে ডাকেন—আমি তাঁকে দেখ্‌তে চাই, পেতে চাই, হৃদয়ে ধারণ ক'রতে চাই।—ঝড়ের দোলায় তার ভীষণ হাস্য বাজে, বজ্র-নিনাদে তাঁর শঙ্খ ধ্বনিত হয়।—অনন্ত সৃষ্টি তিনি বুকে ধারণ ক'রে আছেন, তিনি নর-নারীর অঙ্গশ্রীতে লীলায়িত হন, গানের সুরে তিনি ক্রন্দন করেন,—

সেই অশ্রুর দেবতাকে আমি দেখ্‌তে চাই।—অনন্ত আকাশে, নিথর রাতে ক্রন্দন শুনেছি, মুগ্ধ নির্জন প্রান্তরে তাঁর শোক বাতাসে ব'য়ে এনেছে, তাঁকে পাবার জন্যে মানব-চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ছুটেছে। আমি তাঁকে পেতে চাই, অনন্ত সোহাগে তাঁকে চুম্বন কর্‌তে চাই। মানব-চিত্তের চির-প্রেয়সীর অঞ্চল ধ'রে আমি বাসরের আনন্দ অনুভব কর্‌তে চাই।

আল্লাহ্ কি? তাঁর কোন সিংহাসন নাই, কোন আসন নাই, রূপ নাই,—অনন্তের সঙ্গে তিনি মিশে আছেন। সুন্দর, কল্যাণ এবং সত্যে তিনি আছেন।— তোষামোদে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তিনি আছেন ত্যাগে, সহিষ্ণুতায় এবং প্রেমে।—তিনি রূপমুক্ত প্রেম, কল্যাণ এবং জীবন্ত সত্য। মনুষ্য যখন অন্যায় ভাবে আঘাত পেয়ে আঘাত-কারীকে আশীর্বাদ করেছে, তখনই আমি তাঁর রূপ দেখেছি। অসত্য ও অন্যায় দেখে মনুষ্য যখন লজ্জিত ও মর্মাহত হয়েছে, তখনই আমি তাঁর রূপ দেখেছি। মনুষ্য যখন মনুষ্যের জন্য আঁখি-জল ফেলেছে, তখনই আমি তাঁকে দেখেছি। জননী যখন শিশুকে বুকে ধরেছেন, তখনই আমি তাঁকে দেখেছি। বন্য পশু যখন সন্তানের স্নেহে ব্যাকুল ও অস্থির হ'য়ে গর্জে ছুটেছে, তখনই সেই রূপহীনকে আমি চোখের জলে দেখেছি। হে রূপহীন! তুমি ধন্য! —তোমার এত রূপ, কে বলে তোমার রূপ নাই? এত ভাবে মনুষ্যকে তুমি ধরা দিচ্ছ — তবুও মনুষ্য বলে,

তোমাকে দেখি নাই। প্রাতঃকালে যখন উঠলাম, তখন দেখলাম, তোমার রূপ সমস্ত গগন-পবনে ছড়িয়ে আছে;—সমস্ত সবুজ প্রকৃতিতে তোমার পায়ের নির্মল সুরভি লেগে আছে; সমস্ত দিন ভরে নিজেকে প্রকাশ কর্‌লে, তবু বলি তোমায় রূপহীন!

———

শয়তান

প্রভু! বীভৎস ঘৃণিত কুৎসিত মুখ আমি দেখ্‌তে চাই। আমার হাত তুমি ধর, আমি শয়তানের মুখ দেখবো—খুব ভাল করে তাকে দেখবো। শয়তান কেমন করে আমাকে মুগ্ধ করে, আমার শিরায় শিরায় প্রবেশ ক'রে আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে, আমাকে তোমার স্নেহ-মধুর পূত-নির্মল সহবাস হ'তে ইঙ্গিতে বিভ্রান্ত করে।

সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে ঘৃণা ক'রতে চাই। তাকে দেখি নাই বললে চল্‌বে না। তার ঘৃণিত, পৈশাচিক মুখ আমায় দেখাও। আমার দেহের অণু-পরমাণু ঘৃণায় বিদ্রোহী হ'য়ে উঠুক, সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি শয়তানকে ঘৃণা কর্‌তে চাই।

আমি অনেক সাধনা করেছি, অনেক রাত্রি তোমার ধ্যানে কাটিয়েছি — আমায় সমস্ত শরীর তোমার পরশ-পুলকে অবশ হ'য়ে উঠেছে; আমাতে আমি নাই—আমার নয়ন দিয়ে তোমার প্রেমের অশ্রু ঝরেছে। পৃথিবীর সমস্ত আবিলতা-মুক্ত হ'য়ে তোমার প্রেমে ধন্য হ'য়েছি; অকস্মাৎ চোখের নিমিষে শয়তান এসে আমার সর্বনাশ ক'রে গেল, — আমাকে এক মুহূর্তে পাতালের গভীরতম কূপে ফেলে গেল, ক্ষণিকের লোভে মানুষের মাথায় বজ্রাঘাত

ক'রলাম, অন্ধকার নিশীথে পশুর নেশায় বারবনিতার সৌন্দর্য-শ্রীতে ডুবে মরলাম, গোপনে লোকচক্ষুর অগোচরে কুকার্যে আসক্ত হ'লাম, মানুষের বুদ্ধি-অনুভূতির অন্তরালে প্রতারণায় আত্মনিয়োগ ক'রলাম। প্রভু, কে আমায় রক্ষা ক'রবে? মানুষ আমার পাপ দেখে নাই, আমি একাকী দেখেছি আমাকে,—শয়তান আমার সর্বনাশ ক'রেছে। প্রভু, মনুষ্যের আগোচরে আমায় দুর্জয় কর ;—শয়তানের কুৎসিৎ মুখ-শ্রী আমায় দেখাও।

পৃথিবীর যত পাপ — পৃথিবীর যত প্রতারণা, নীচাশয়তা, হীনতা, কাপুরুষতা তাই ত শয়তানের মুখ। সাধু-সঙ্গ ত্যাগ ক'রে শয়তানের মুখ ভাল ক'রে দেখবার জন্য, পৃথিবীর সমস্ত কাপুরুষতা, সমস্ত মূঢ়তা, গোপন পাপ, নারীর ব্যভিচার আজ আমি ভাল ক'রে দেখ্‌তে চাই।

একটা দরিদ্র লোক জীবন ভ'রে কিছু টাকা উপায় করেছিল। একদিন এক নামাজীকে তার বাড়ীতে গিয়ে গভীর রাত্রে ৫০৲ টি টাকা হাওলাত ক'রে আন্‌তে দেখেছিলাম। নামাজী সেদিন বিয়ে কর্‌তে যাচ্ছিল, খুব বিপদে প'ড়েই তাকে সেখানে টাকার জন্যে যেতে হয়েছিল। পঞ্চাশটি টাকা সে যাওয়া-মাত্র পেয়েছিল ;—কোন সাক্ষী ছিল না, কোন লেখা-পড়া দলিল-পত্র হয় নাই। এই ঘটনা দেখেছিলেন শুধু আল্লাহ্ আর নামাজীর অন্তর-মানুষ। তারপর দশ বৎসর অতীত হ'য়ে গেছে। লোকটি মারা গেছে! তার বিধবা-পত্নী নামাজীর বাড়ীতে হেঁটে হেঁটে

হয়রান হ'য়ে এখন আর হাঁটে না। এই ব্যক্তিকে লোকে মুসলমান বলে, মানুষ তাকে ঘৃণা করে না। তাকে অমানুষ ব'লে ধর্‌বার কোন পথ নাই। সে পাঁচটি ফরজই আদায় করেছে। কে তাকে কাফের বল্‌বে? কিন্তু আমি দেখেছি তারই মুখে শয়তানের বিশ্রী মুখ।

একজন কেরাণী তার পত্নীকে খুব ভালবাসতো। সারা দিন সে পোষ্ট আফিসে গাধার খাটুনি খাট্‌তো, আর তারই মাঝে তার পত্নীর মুখখানি বুকে জেগে উঠতো। মাতাল যেমন মদ খেয়ে দুর্বল দেহটিকে সবল ক'রে নেয়, সেও তার দুর্বল দেহটিকে পত্নীর মুখখানির কথা মনে ক'রে সবল শক্ত করে নিত। পোষ্ট আফিসের ভারী ব্যাগগুলি ধাক্কা মেরে সে দশ হাত দূরে ফেলে দিত।

সে যখন বাসায় ফির্‌তো, বাজার থেকে এক গোছা গল্‌দা চিংড়ী মাছ কিনে শিশ্‌ দিতে দিতে বাড়ী আসত, পত্নীর হাতে সেগুলি দিয়ে সে প্রেমে তার মুখের পানে চেয়ে থাক্‌ত।

এক ছোক্‌রা ঐ বাড়ীতে আস্‌ত। কেরাণী তাকে পুত্রের মত স্নেহ কর্‌তো। তার বয়স ১৮ বৎসর হবে। একদিন ছোকরার সঙ্গে ঘরখানি খালি ক'রে পত্নীটি চলে এসেছিল,—সে এখন পতিতা। রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে হাসে।

একদিন বাড়ীতে ঝগড়া ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লাম। হঠাৎ দেখ্‌লাম—সেই পতিতার উজ্জ্বল দীপ্ত লোহিত মুখ। সেই

মুখে দেখেছিলাম শয়তানের কুৎসিৎ মুখ—বীভৎস দৃষ্টি। হৃৎপিণ্ডে আগুন জ্বলে উঠেছিল, আন্তরিক ঘৃণায় সেই স্থান ত্যাগ করলাম। আমার পাপচিত্ত ক্রুদ্ধ ঘৃণায় জ্বলে উঠেছিল। মহাপাপের মুখ দেখে আমি শিউরে উঠেছিলাম।

শয়তান! আমি তোমার মুখ আরও ভাল ক'রে দেখতে চাই—প্রভুকে যেমন ক'রে দেখেছি, তোমাকেও তেমন করে দেখতে চাই—অনন্তভাবে আমি তোমার ঘৃণিত কুৎসিত নগ্ন ছবি দেখতে চাই। আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাকে ঘৃণা করতে চাই। ভাল ক'রে তোমার মুখ আমায় দেখাও; তোমার গোপন অদৃশ্য মুখের ছবি আমার মনকে বিরক্ত করে না,—আমি দুই হাত দিয়ে ভাল করে স্পর্শ করে তোমায় দেখতে চাই।

শমশের এবং হাসান দুই ব্যক্তি কথা বল্‌ছিলেন। শমশের বল্‌লেন,—আপনি মহামানুষ, দেশ-সেবক, আপনার কাছে আমি চিরঋণী।

হাসান—জনাব, জীবন অনিত্য, কোন্ সময় যাই, তার ঠিক নাই, আমার কাছে কৃতজ্ঞ হবার কোন দরকার নাই।

শমশের কহিলেন—আপনার কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ, আপনি মহামানুষ।

অতঃপর হাসান সে স্থান থেকে চলে গেলেন। তাঁর স্থান ত্যাক করা মাত্র শমশের বললেন—'এই ব্যাক্তিকে আমি চিনি, —ভারী শয়তান।' শমশেরের মুখে দেখলাম, কাপুরুষ

নিন্দাকারী শয়তানের বীভৎস ছবি। শয়তানের হাত থেকে রক্ষা চাই। আমাদের এই সুপবিত্র মুখ-শ্রীতে শয়তানের মুখ ফুটে না উঠুক।

একটি বন্ধু আর একটি বন্ধুকে ভালবাসতো। প্রথম বন্ধুটির গৃহে দ্বিতীয় বন্ধুটি প্রায় যেত। প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে বিশ্বাস করতো, ভালবাসতো। একদিন দেখলাম, দ্বিতীয় বন্ধু প্রথম বন্ধুর অনুপস্থিতিতে প্রথম বন্ধুর পত্নীর সঙ্গে অবৈধ প্রেমালাপে মত্ত। শয়তানের মুখ দেখ্‌তে বাকী রইল না। শয়তানকে ভাল করেই চোখের সামনে দেখলুম।

একটি যুবক, সে বক্তৃতা কর্‌তো, এক সংবাদ-পত্রিকার সম্পাদক সে। এক বুড়ীর বাড়ীতে সে যেত। বুড়ী তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌তো—স্নেহ ক'র্‌তো; এতটুকু অবিশ্বাস করতো না। বুড়ী উচ্চ-হৃদয় যুবককে গৃহে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতো। বুড়ীর একটিমাত্র অবলম্বন ছিল তার বার বৎসরের প্রিয় সন্তানটি, দেখ্‌তে বেহেশতের পরীবালকের মত। এই যুবক বালকটিকে ভালবাস্‌তো। বুড়ী প্রাণভরে দেখ্‌তো, তার পিতৃহীন সন্তানকে যুবক ভালবাসে, স্নেহ করে; প্রাণভরে সে যুবককে আশীর্বাদ কর্‌তো। একদিন যুবক এই শিশুর পবিত্র মুখে গোপনে চুম্বন কর্‌লো। সুকুমার স্বর্গের শিশুটি যুবকের মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে এই শিশুকে যুবক পাপের পথে আকর্ষণ কর্‌লো। তার সোনার হৃদয়-কুসুমে

পাপের হলাহল ঢেলে দিল। বুড়ীর নয়ন-পুত্তলির সর্বনাশ হয়ে গেল। বুড়ী তা জানতে পারলে না। তার সাজান বাগানে যুবক আগুন ধরিয়ে দিলে। এখন দেখি বুড়ী অন্ধ, রাস্তায় রাস্তায় সে ভিক্ষা করে। তার সোনার যাদুটি মারা গেছে। শিশুটি ধীরে ধীরে পাপের পথে অগ্রসর হ'তে থাকে, তার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বিবিধ রোগে সে ভেঙ্গে পড়ে; সে মদ, গাঁজা, ভাঙ্গ খায়, পরে সে জেলে যায়, সেইখানেই মরে। সেই সম্পাদক যুবককে কেউ জানে না, তাকে মানুষ নমস্কার করে। নিকটে এলে আসন এগিয়ে দেয়। অনেক টাকা তার। আমি তার মুখ দেখলে ভয় পাই। সম্মুখে সাক্ষাৎ শয়তান দেখে শিউরে উঠি!

এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে তার সেয়ানা মেয়েটি থাক্‌ত। মেয়েটির স্বামী বিদেশে থাকেন। ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাঁর এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ও থাক্‌ত। দেখলাম, একদিন আদরের সেই মেয়েটি সেই যুবকটির সঙ্গে গোপনে আলাপ করছে। মেয়েটির মা বোনেরা তা জানে, জাতি যাবার ভয়ে কোন কথা বলে না। নির্জন কক্ষে এই দু'টি বিশ্বাসঘাতক নর-নারী কথা বলে, এক সঙ্গে খায়।

যুবকটি ভয় করে, অনিচ্ছা প্রকাশ করে; বিবাহিতা অবিশ্বাসিনী যুবতীটি তাকে বলে,—কোন ভয় নাই।

দুই বৎসর পরে দেখলাম,—এক জায়গায় এক বাবুর গৃহিণী-রূপে এই বালিকাটিকে। বাবু পরম বিশ্বাসে পত্নীর সঙ্গে প্রেমালাপ করছেন, পত্নীও স্বামীর সঙ্গে আনন্দে কথা বল্‌ছে।

এই দৃশ্য দেখে শোকে আমার চোখ জলে ভরে উঠলো। শয়তানের এই অভূতপূর্ব কীর্তির ছবি চোখ দিয়ে দেখলাম। অসহ্য দুঃখে ভাবলাম, মানুষের অত্যাচার এবং মূর্খতা !—অবিচার আর শয়তানের প্রাণঘাতী কীর্তি !

এক মহাজন এক ব্যক্তিকে বিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। লোকটি একদিন মহাজনের সর্বনাশ করবার জন্যে চালাকী ক'রে ঘরে সিঁদ কেটে দুপুর রাতে কাঁদতে আরম্ভ করলো। লোকজন যখন জমা হ'ল, সে কেঁদে বললে, 'তার সর্বনাশ হয়েছে,—চোর তাকে সর্বশান্ত করে গেছে, কি ক'রে সে মহাজনকে মুখ দেখাবে ?' প্রাতঃকালে সে মহাজনকে টেলিগ্রাম ক'রলে। থানার কর্মচারীর সঙ্গে রাত্রে গোপনে সে দেখা ক'রলে। চুরি যে ঠিক হয়েছে এবং সে যে নিঃস্ব হ'য়ে গেছে, তা প্রমাণ হ'য়ে গেল। তার মিছে সর্বনাশের কেউ প্রতিবাদ ক'রলে না। ক'রতে কেউ সাহস পেলে না।

এই নিমক-হারাম বিশ্বাসঘাতক লোকটি সেই টাকা নিয়ে এসে বাটীতে মসজিদ-ঘর তুললে। সেই ঘরে ব'সে সে বন্দেগী করে। মানুষের মুখে তার প্রশংসা ধরে না; কত মানুষ তার গৌরব করে, কত মৌলবীর মুরুব্বি সে, কত ভদ্রলোকের বন্ধু সে। আমি তার মুখ দেখলেই ভয় পাই, তার মুখে কার বীভৎস মুখ দেখে উত্তেজিত হ'য়ে উঠি ! ঘৃণায় সে স্থান ত্যাগ করি।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে এক ব্যক্তি রেঙ্গুনে গিয়েছিল; সেখানে

গিয়ে সে একটি বালিকাকে বিবাহ করেছিল। সে বালিকাটি যুবতী। যৌবনের রূপ-ঐশ্বর্য দেখে তাকে ভোগ করবার লোভ সংবরণ করতে না পে'রে, সে প্রতারণা ক'রে তাকে বিয়ে করে ছিল। যখন তার পিপাসা মিটে গেল, তখন এক দিন 'আসি' বলে ঐ যে পালিয়ে এল, আর কোনদিন সেখানে গেল না। সেই বালিকা যে কত বৎসর ধ'রে পথের পানে তার প্রিয়তমের আশায় চেয়েছিল, তা কে জানে? এই যুবক এক জন ধার্মিক ভদ্রলোক। সমস্ত ধর্ম সাধনাই তার ব্যর্থ হ'য়েছে। প্রভু আর আমি জেনেছি সে কে।

এক ব্যক্তি মরে গেছে। সে যে বিপুল সম্পত্তি রেখে গেছে, তার জন্য তার বংশের মর্যাদা দেশ-জোড়া। সে ছিল এক জমিদারের নায়েব। জমিদার বিশ্বাস ক'রে তাঁর সম্পত্তি নায়েবের হাতে দিয়ে আনন্দ ক'রে বেড়াতো। ধীরে ধীরে জমিদারের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় ক'রে বিশ্বাসঘাতক নায়েব নিজেই জমিদার হলেন! তার এখন কত সম্মান, মানুষ তার নামে দোহাই দেয়, কত ইট-পাথর তার বাড়ীতে। কত বড় বড় প্রতিমা তার ঘরে উঠে। আমি তার বাড়ীর সামনে গেলেই হাসি,—শয়তানের ভণ্ডামী দেখে জ্বলে উঠি। শয়তান মনুষ্যকে কত রকমেই না প্রতারণা করে! কে তার মুখ মানুষের মুখে দেখতে সাহস পায়?

মিথ্যাবাদী, তোষামোদকারী, শঠ, হৃদয়হীনের মুখে আমি

দেখেছি শয়তানের মুখ। পরশ্রীকাতর, অপ্রেমিক, মোনাফেকের মুখে আমি দেখেছি শয়তানের মুখ। জগতের সমস্ত ধন-সম্পদের বিনিময়ে শয়তানের মুখের সঙ্গে আমার মুখ বদলাতে চাইনে। জগতের সমস্ত সৌরভ, সমস্ত পরিচ্ছদ, সমস্ত সৌন্দর্যের সাধ্য নাই শয়তানের কুৎসিত মুখচ্ছবি ঢাকে। যে তা দেখেছে, সেই ভয় পেয়েছে!

দৈনন্দিন জীবন

জীবনের প্রতিদিন আমরা কত মিথ্যাই না করি, সে জন্য আমাদের অন্তর-মানুষ লজ্জিত হয় না।—আল্লাহ্‌র কালাম আমরা পাঠ করি, কিন্তু সে কালাম আমাদের প্রতারণা মিথ্যা ও অন্যায় হ'তে রক্ষা করে না।

প্লুটার্ক (**Plutarch**) বলেছেন, 'যে বড় যুদ্ধে জয়-লাভ, করে তার মনুষ্যত্ব সূচিত হয় না। প্রতিদিনের ছোট ছোট কথা ছোট ছোট ব্যবহার, হাসি-রহস্য, একটুখানি সহৃদয়তা, একটা স্নেহের বাক্যে মানুষের মনুষ্যত্ব সূচিত হয়।' যে মানুষ জীবনের এক-একটা দিন নিষ্ঠুর বাক্য, মানুষের সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার এবং প্রতারণা থেকে মুক্ত ক'রে রাখতে পারবে, জীবন-শেষে সে দেখতে পারবে, সে তার জীনকে সার্থক করেছে। প্রতিদিনকার জীবন যার নিষ্ঠুরতা, মিথ্যা ও প্রতারণায় ভরা,—তার সমস্ত জীবনটাই একটা ভাঙ্গা ঘরের মত অন্তঃসারশূন্য। প্রাতঃকালে উঠেই প্রতিজ্ঞা কর, 'আজিকার এই দিনটা সফল ও সার্থক করবো। আমার আজিকার এই দিনের কার্যে যেন মানব-সমাজ উপকৃত হয়, যার সঙ্গে কথা বলি, তাকেই যেন আনন্দ দিতে পারি, যেন কোন কাজে কাপুরুষ না হই। যেন এর প্রতি মুহূর্ত আমার জীবনে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়।'

কত পাপ, কত অন্যায়, কত প্রকার হীনতা আমাদের দৈনিন্দিন জীবনকে অপবিত্র করে, আমাদের আত্মাকে কতখানি মলিন করে। দিনের মধ্যে কতবার আমরা মিথ্যা-পক্ষ সমর্থন করি। প্রভাতে উঠে আমরা দেখতে পাই উদার, নীল গগন-শ্রী,—কি সুন্দর! কি শোভাময়! তারপর পূর্বাকাশের নির্মল প্রভাত-ছবি,—গাছে গাছে স্বর্গের কি মোহন মাধুরী! বিশ্বময় নির্মলের দেবতাকে একবার প্রণাম কর,—তারপর মানুষের মুখের দিকে চেয়ে দেখ।

যত প্রকার পাপ আছে, মানুষের চিত্তে ব্যথা দেওয়াই তার মাঝে বড় পাপ। এ মহাপাপ কেউ ক'রো না।—ক্ষমতা এবং বাহুর গর্বে, জনবলের গর্বে মানুষের মুখের দিকে চেয়ে কঠিন কথা বলো না।—সরে এস, ভীত হও।

এমন সুন্দর আলো-বাতাস প্রবাহে, এমন সুন্দর বিধাতার আশীর্বাদ-ঐশ্বর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে, হে মানুষ,—সর্ব-পাপমুক্ত হবার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা কর। বিধাতার জড়সৃষ্টির মত তুমি নির্মল হও।

প্রভাতে উঠেই কি ভাবছ?—হিংসা প্রতিশোধের বিষ তোমার নির্মল আত্মাকে বিষাক্ত, অপবিত্র করে দিচ্ছে?—সতর্ক হও; কি চিন্তা করেছো? কার ক্ষতির চিন্তা মনে জেগেছে? কার পানে মন তোমার নিষ্ঠুর বিরূপতায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে?—ক্ষান্ত হও। মানুষকে প্রেম করতে শেখ।

ঘর হ'তে বের হয়ে যাও। পথে পথে মানুষের সুন্দর, শুভ্র মুখ দেখে জীবন মন সার্থক কর—মনুষ্যকে আলিঙ্গন কর।

মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করো না,—এই মহাপাপ হ'তে সরে এস। মনুষ্যের সঙ্গে শঠতা করো না—মনুষ্যকে গালি দিও না। সর্ব প্রকারেই জীবনকে সফল ও সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা কর। মানুষকে চিনি না, একথাও কাউকে বলো না।

তোমার আত্ম সর্বস্ব জীবনের কথা ভেবে তুমি লজ্জিত হও। মানুষ নিজের জন্য বেঁচে নেই। অনেক টাকা কড়ি উপায় করেছ, আরও টাকার জন্য ব্যস্ত হয়েছ? এই টাকা কড়ি আহরণ করার অন্তরালে কি উদ্দেশ্য তোমার আছে? তোমার সমস্ত জীবন-স্পন্দনের মাঝে দাঁড়িয়ে যে সমস্ত মহাপুরুষ অদৃশ্য ভাবে তোমার জীবনকে পরিচালিত করেছেন, তাঁরা মানব-জীবন সম্বন্ধে কি বলেছেন? মানুষ কি বেঁচে আছে নিজের জন্যে? মানুষের নিজের অভাব কতটুকু?—আর জগতে রাজা হয়েই বা লাভ কি?—অপরিসীম প্রতিপত্তি লাভ ক'রেই বা কি এমন লাভ আছে, যদি না দুর্বলের পার্শ্বে যেয়ে দাঁড়াও? যদি না অত্যাচারী সবলের কঠিন বাহু ভেঙ্গে দিতে পার? যদি মানব-দুঃখ তোমাকে ব্যথিত করে?—মানব-সেবার জন্যে যদি না তুমি তোমার সমস্ত ধনসম্পদ, সমস্ত জ্ঞান ও শক্তি নিয়ে অগ্রসর হও? কি লাভ হবে বল বড়লোক হয়ে?—কত দিন মানুষ তোমার নাম করবে? তোমার চাইতে অনেক শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী মানুষ

মাটির ধূলার সঙ্গে মিশে গেছে! তুমি কোন ছার!

মন যার পাষাণ, মানুষকে শুধু উপদেশ দিয়েই যে কর্তব্য শেষ করে—প্রেমে অগ্রসর হয় না, দুর্বল, অপরাধীকে ক্ষমা করে না—সে মানুষ নহে।

এ শিক্ষা মনুষ্য কোন পুস্তক, কোন বক্তৃতা হতে পায় নাই; এ শিক্ষা, এ প্রেমের শিক্ষা মানুষ আপন আত্মা হতেই পেয়েছে। সমস্ত ধন সম্পদ দিয়ে তোমার আত্মার প্রেমকে সার্থক করতে হবে। পশুর মত আপন বিবরে প্রবেশ করোনা—মানুষের কথা ভাব—মানুষের প্রতি তোমার কর্তব্য আছে। এই কর্তব্য উদ্‌যাপনের নাম এবাদত, তা শুধু প্রাণহীন আবৃত্তি নয়।

দুঃখের সামনে, ব্যথার সামনে, নিষ্ঠুর পাষাণের মত স্থির হয়ে থেকো না। মানব-দুঃখের সম্মুখে আপন পত্নীর প্রেমেপূর্ণ থেকো না। অবিচারের সম্মুখে আপন পুত্রের মুখে চুম্বন দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করো না।

ধর্মগ্রন্থ তোমায় কি শিক্ষা দিয়েছে? ইঞ্জিল, জব্‌বুর, তৌরাৎ, কোরান এবং পবিত্র হাদীস সমষ্টি কি শিক্ষা তোমায় দিয়েছে। তোমাকে স্নেহশীল, প্রেমিক হ'তে বলেনি?—কতবার কতভাবে তোমাকে বলেছে—হে মানুষ প্রেমিক হও, পাষাণ হয়ো না।

আত্মার প্রেমকে সার্থক করবার জন্যে—মনুষ্য জীবনের দানকে সার্থক করবার জন্যেই রত্ন-সংগ্রহে দিকে দিকে ছোট! মনুষ্যকে চূর্ণ করবার জন্যে, নিজের পরিবারের সুখের জন্যে, মনুষ্যের ধন

রত্ন কেড়ে এনে বাক্সজাত করো না। মনুষ্য যে তোমার ভাই, এ কথা তুমি কি জান না? একথা তো যুগে যুগে আল্লাহ্‌র বাণী-রূপে তোমরা পেয়েছ, তবুও তা বিশ্বাস কর না?—মনুষ্য-সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে কি আনন্দে-রসে পূর্ণ হয়ে উঠতে পার না? তাকে কি কাছে বসাতে জান না? মনুষ্য হয়ে কেন মনুষ্যকে এত বিষ-নয়নে দেখ? এই কি তোমার ধর্ম?—যাও, ফিরে যাও। ভাল করে চিন্তা কর, তোমার ধর্ম কি? মিথ্যা ক'রে তাড়াতাড়ি চিন্তা করে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করো না।

মনুষ্যকে প্রেমকরাই আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ ছাড়া মানুষের জন্য দ্বিতীয় কোন ধর্ম নাই। মনুষ্যকে প্রেম কর—মানুষের জন্য ত্যাগ স্বীকার কর। মানব-হৃদয়ের ব্যথা অনুভব কর। পৃথিবীর দুঃখ, তোমরা সকল ভাই সমান করে ভাগ করে নাও। মানব-সমাজের জন্য জগৎ স্বর্গে পরিণত হোক,—ধর্মের নামে মিথ্যাচরণ করো না।

দরিদ্র-সন্তানের সম্মুখে নিজের সন্তানকে সজ্জাভূষিত ক'রো না—এ নিষ্ঠুরের কাজ। আবার বলি, মনুষ্যকে আত্মীয়ের চোখে, প্রেমের চোখে দেখ। অপরিচিত বেগানার মত মানুষের দিকে চেয়ে দেখো না! কিসের তোমরা গর্ব কর?—বংশ-মর্যাদার? অর্থের? বেশ-ভূষার? অট্টালিকার? জমিদারীর? তোমরা জান না—মানুষ কিসের গর্ব করতে পারে? তোমরা যে কত নত হয়েছ, সেই গর্ব কর, প্রেমের গর্ব কর, মনুষ্যত্বে পরস্পরের

প্রতিযোগিতা কর। সেবার এবং ত্যাগের প্রতিযোগিতা কর! সত্য বলছি, যে যত নত হতে পেরেছে, সেই তত শ্রেষ্ঠ হ'তে পেরেছে, মনুষ্যের চোখে সেই তত বড় আসন লাভ করেছে।

হে ভণ্ডেরা, মোহাম্মদ (দঃ) তোমাদের কাছে দরূদ চান নাই। আবার বলছি, তোমরা অযথা দরূদ পাঠ করো না। মোহাম্মদ (দঃ) দেখতে চেয়েছেন, যারা তাঁকে প্রেম করে তারা মানব-প্রেমিক কি না, তারা সর্ব প্রকার অহঙ্কার বর্জন করেছে কি না, দিকে দিকে আল্লাহ্‌র বাক্য তারা বহন করেছে কিনা। হাত পায়ে সাবান লাগাবার মস্‌লা (ব্যবস্থা) তোমরা প্রচার করো না, এতে তিনি সত্যই লজ্জিত হন। এস্‌লাম মানে এ নয়।

সত্য বলতে কি সমস্ত মানব জাতির জন্য মাত্র একটি ধর্ম আছে; সমস্ত মানুষই মুসলমান হবার জন্যে, পরম শান্তির জন্যে লালায়িত। মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন বিরোধ নেই, বিরোধ আছে শুধু শয়তানে এবং আল্লায়। আমরা সবাই আল্লাহ্‌কে চাই—পরম শান্তি চাই, ইহাই এস্‌লাম—পরম শান্তি। সর্ব ধর্মেরই সমস্ত মানব-চিত্তের ইহা অপেক্ষা পরম লাভ আর কি আছে? শুধু শয়তানের সঙ্গে বিরোধ কর। সকল জাতির মানুষ সমস্ত হানাহানি ত্যাগ কর,—সর্ববিধপাপ বর্জন কর। আত্মার পক্ষে যাহা কিছু অসম্মানজনক, তাহা ত্যাগ কর। ইহাই পরম শান্তির পথ। মনুষ্যকে এই পরম শান্তির পথে আকর্ষণ কর,—

মানুষকে বিনষ্ট হ'তে দিয়োনা। জীবনের সমস্ত সাধনা, সমস্ত শক্তি, ধনসম্পদ ইহারই জন্যে,—জীবনের আর কোন সার্থকতা নেই।

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection

বইটি সাবধানতা এবং মমতার সাথে ব্যবহার করুন।

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

সংস্কার মানুষের অন্তরে

অভাবে মানুষের দুঃখ হয় না, রোগ-শোকের যাতনাও মানুষ ভুলতে পারে, কিন্তু মানুষের নীচতা দেখে যে দুঃখ হয়, তার তুলনা নাই।

মানুষের প্রবৃত্তি যদি পশুর মতই হবে, যদি তার হীনতায় সে লজ্জিত না হয়, তবে কেন সে পশুর আকার ধারণ করে নাই? কেন সে আপন দেহ পোষাকে ও সজ্জায় ভূষিত করে? যদি রাজ্য হারিয়ে থাক, দুঃখ ক'রো না, যদি পরম আত্মীয়েরা ত্যাগ করে গিয়ে থাকে, তবুও দুঃখ করো না; কিন্তু যদি তোমার প্রবৃত্তি নীচ হয়, যদি ইতর পশুর আত্মার স্বভাবে তোমার আত্মার অবনতি ঘটে থাকে, তা হলেই লজ্জিত হও। তোমার চশ্‌মা, তোমার ঢেউতোলা গন্ধ-তেল-সুবাসিত চুল, তোমার শার্ট, কোচান ধুতি * তোমার গৌরববর্দ্ধন করবে না।

কেন দুঃস্বভাবে লজ্জিত হওনা?—অপরের দোষ দেখে আঘাত কর, নিজের দোষের পানে একটুও তাকাও না?—একটুও

---

* যাঁরা চক্ষুর হিতের জন্য চশমা ব্যবহার করেন, তাঁদের কথা বলা হচ্ছে না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা দোষের নয় এবং কদর্যভাবে থাকাতেও মনুষ্যত্ব সূচিত হয় না। সৌন্দর্যবৃদ্ধির অযথা চেষ্টাই নিন্দাজনক।

লজ্জিত হও না ? মানুষের দোষত্রুটি অম্লান বদনে সমালোচনা কর,—নিজের দোষত্রুটির বিষয় একটুও ভাব না ?—পরের চোখে একটা কাল দাগ দেখে লাফিয়ে উঠছ, নিজের চোখে শর্ষে ঢুকছে, তা দেখ না ? কেন আপন স্বভাবকে সমর্থন করবার জন্যে মানুষের সঙ্গে তর্ক কর ? অন্ধকারে নিজের মনের দিকে চেয়ে দেখ —কত কালি, কত মিথ্যা, কত প্রতারণা, কত শঠতা সেখানে রয়েছে। নিজের অপরাধের কথা ভেবে লজ্জা লাগে না ? কেবলই পরের কথা ভাব ? মানুষ তোমাকে চুরি করতে দেখেনি, তা' বলেই তুমি চোর নও ? অন্তরের পাপ তোমার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। দর্পণ খুলে তোমার পাপ মুখখানি একবার ভাল করে দেখে নাও। তুমি কি অন্যায় করে কারো মনে আঘাত দিয়েছ ? তা'হলে গোপনে ক্রন্দন কর। তার কাছে ক্ষমা চাইবার আগে মসজিদ ঘরে যেয়ো না। তোমার ভাই বা পিতাকে ফাঁকি দেবার জন্যে কোন মিথ্যা কথা বলেছ কি ? তা'হলে লোক-চক্ষুর আগে চেয়ে আপন মনে লজ্জিত হও। কাউকে বঞ্চনা করেছ কি ? তুমি কি অকৃতজ্ঞ ? তুমি কি মিথ্যাবাদী ? তা'হলে লজ্জিত হও। মনুষ্য-সমাজে বের হ'য়ো না।

হাইরোক্লিস বলেছেন, সংস্কার নিজের অন্তর থেকেই হবে। আপন আত্মার দিকে প্রথমেই ফিরে তাকাও। তারপর পরের কথা ভেবো। নিজেকেই প্রথমে প্রেম কর। নিজের জাহাজ ভেঙ্গেছে সেই কথাই আজ ভাব। নিজেকে বাদ দিয়ে মানুষকে সত্যপ্রিয়

হ'তে বলো না। নিজে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ ক'রে, অপর মানুষকে মধুর কথা বলতে অনুরোধ ক'রো না। নিজের কথাই আগে ভাবতে হবে। নিজের কর্তব্য আগে পালন ক'রো, তার-পর অন্যকে উপদেশ দিও ; অপরকে তার কর্তব্য পালন করতে অনুরোধ ক'রো।

যে নিজে নীচাশয়, সে অন্যকে কেন নীচ বলে গালি দেয় ? যে নিজে ভুলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, সে কেন অন্যের ভুল ধরে ? জীবনের কোন কিছুতেই আনন্দবোধ ক'রো না—যদি না নিজেকে পশুর স্তর থেকে মানুষের আসনে উন্নীত ক'রতে পার। তুমি কি ধনশালী হয়েছ ? ব্যাঙ্কে কি লক্ষটাকা জমাতে পেরেছ ? তা'হলে এমন কি আনন্দের বিষয় আছে—সমুদ্রগর্ভে কি অপরিমিত মণিরত্ন থাকে না ? পর্বতের অন্ধকার গুহায় কি বহুমূল্য প্রস্তর নেই ?

তোমরা পোষাকের গর্ব কর ? ক্ষেত্রের পুষ্প কি তোমাদের চাইতে অধিক সুন্দর নয় ? মনুষ্য তোমাদের অর্থ এবং মূল্যবান পরিচ্ছদকে নমস্কার করে না—তোমাদের দংশনকে, তোমাদের আঘাতকে তারা ভয় করে ; তাই তোমাদের শক্তি, অর্থ ও গর্বের সম্মুখে মাথা নত করে। বস্তুতঃ অর্থের গৌরবে মনুষ্যের শ্রদ্ধালাভ করতে যেয়ো না—জমিদারীর শক্তিতে মনুষ্যকে ঘৃণা ক'রো না। এ দাবী কোন দাবীই নয়।

তুমি কি মানুষকে প্রেম কর ? তুমি কি সহৃদয় ? মনুষ্য

তোমাকে দেখে কি আনন্দিত হয়? তুমি কি মানব-মঙ্গল চাও? তোমার জীবনে কি পৃথিবীর এবং মানব সমাজের কোন কল্যাণ হচ্ছে? তুমি কি মনুষ্যকে আল্লাহ্‌র পথে আকর্ষণ ক'রে থাকে? তুমি কি মনুষ্যকে সত্যময় হ'তে উপদেশ দিয়ে থাক? তা হ'লে মনুষ্যের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার দাবী তুমি করতে পার।

মন পরিবর্তন কর। মনের গোপন পাপ ধু'য়ে ফেল। যতই কেন ধার্মিকের বেশ ধারণ কর না, অন্তরের গ্লানি ধু'য়ে না ফেললে তোমাকে যথার্থ ধার্মিক বলা হবে না। মানুষ শরীরের গৌরবে বড় নয়। আত্মার গৌরবে যে বড় হ'তে চায় না, সে মানুষ নয়। সে পশু জাতীয়।

মানুষকে পশুর সঙ্গে মানুষ তুলনা করে কেন? মানুষের প্রবৃত্তি কি, পশুর প্রবৃত্তিই বা কি? পশুরা আপন পত্নীকে খুব ভালবাসে, কিন্তু খাবার বেলায় দেখতে পাই, সে পত্নীকে ফাঁকি দিয়ে নিজেই খায়, পশু-পিতা সন্তান পালন করে না, বরং বাচ্চাগুলি নিকটে এলে পশু-পিতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়, নিকটে এলে তাড়িয়ে দেয়। সে নিজের ভাল, নিজের লাভই বেশী বোঝে; সে কখনও পরের চিন্তা করে না, সে দুর্বলকে আঘাত করে এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিশালীর কাছে সভয়ে মাথা নত করে। তার আপন-পর জ্ঞান নাই, সুযোগ পেলেই পরের জিনিস চুরি করে। নিজের জাতির কোন অন্যায় দেখলে আপত্তি করে না। কেউ বিপদে পড়লে তার উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হয় না। কোন

কোন সময় দেখতে পাওয়া যায়, আপন জাতির কাউকে বিপন্ন দেখলে তাকে আরও আঘাত করে। তার লজ্জা নাই, তার কোন সম্মান-জ্ঞান নাই। আপন আপন স্বামী এবং পত্নীর কাছে সে বিশ্বস্ত থাকে না। সে শোক করে না,—আত্মীয়-বিরহে তার কোন বেদনাবোধ নাই। তার কোন ধর্ম নাই, সে অতিশয় ভীরু! যেখানে স্বার্থ দেখে, সেখানেই উপস্থিত হয়।

মানুষের স্বভাব এর সম্পূর্ণ বিপরীত, যেখানে মানুষকে পশুর মতই দেখি, সেখানে আমরা তাকে পশু ব'লে ঘৃণা করি। যেখানে মানুষ পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বভাবের পরিচয় দেয়, সেখানে তাকে ঘৃণায় পশ্বাধম ব'লে গালি দেই।

মানুষে আর পশুতে পার্থক্য আকাশ পাতাল; মানুষ স্বর্গের দেবতা, তারার মত সুন্দর,—পশু মর্তের নিকৃষ্ট জীব, রাত্রির মত মসি-মলিন।

মানুষ ভালবেসে যা-কিছু আছে সবই দান করে। প্রেমিক বা প্রেমিকাকে সে সব দিয়ে দেয়, রিক্ত হস্তে দাঁড়িয়ে ধন্য হয়। সে যাকে ভালবাসে, তাকে সর্বপ্রকারে সুখী করতে চায়, নিজে না খেয়ে তাকে খাওয়াতে চায়। মানুষের প্রেমের ইহাই ভাব। ইহাতেই তার আনন্দ। মানুষ সন্তানকে হৃদয়ের টুকরা মনে করে, স্ত্রী-পুত্রের জন্যে সে বিপদের মাঝে ঝাপিয়ে পড়ে—বিপদকে সে বিপদ মনে করে না; পরের জন্য দুঃখ ভোগ করতেই তার আনন্দ। এক-একটা পশ্চিমা দারোয়ান বিদেশে ৭।৮ টাকা

বেতনে, ছাতু খেয়ে মাটির উপর শুয়ে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়ে দেয়। মাসটি গেলে কত আনন্দে সে পত্নীর কাছে টাকা পাঠায়। কিসের জন্য সে এত কষ্ট সয়?—না, তার স্ত্রী-পুত্র খাবে। পশ্চিমা ছেলেগুলি মাস-অন্তে কত আনন্দে মায়ের কাছে দুই-তিনটি টাকা পাঠায়। মানুষ নিজে খেয়েই শুধু সুখী হয় না—আত্ম-সুখের জন্যে সে শুধু দুঃখের সাগর পাড়ি দেয় না। হাজী মোহাম্মদ মুহসিন, ডাক্তার পালিত ও ঘোষ, করটিয়ার চাঁদমিয়া সর্বস্ব দান করে, রিক্ত হস্তে দাঁড়িয়ে আত্ম-প্রসাদ লাভ করেছেন। ইহাই মনুষ্য দেবতার স্বভাব। পশুর মত চীৎকার করে, সকলকে দংশন করে, নিজের উদরভর্তি করাকে সে ঘৃণা করে। মানুষ মানুষের দুঃখব্যথার কথা চিন্তা করে, লোক চক্ষুর অগোচরে নানা বেদনায় ফু'লে ফু'লে কাঁদে। কি প্রেম তার চিত্তে! মানুষ দুর্বলের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ায়, পশুর মত পীড়িতকে দুঃখে ফেলে সে ত্যাগ করে না। লাঞ্ছিত, অত্যাচারিতকে সে সবলের নিষ্ঠুর আঘাত থেকে রক্ষা করে। সে নিঃসহায় নর-নারীকে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে রক্ষা করে, কারণ সে যে মনুষ্য-দেবতা! প্রেম দিয়ে তার চিত্ত গড়া। প্রেম করা, আঁখি জলে কাঁদা, মানুষের দুঃখে বিগলিত হওয়াই তার স্বভাব। মানুষ যখন পশুর মত হীন হ'য়ে আপন সত্য-সভাবের পরিচয় দেয় না, তখন মানুষের আকৃতি ধারণ করলেও সে সত্য-মানুষ থাকে না—সে পশু-স্তরেই নেবে যায়। মর্যাদারক্ষার জন্য মনুষ্য প্রাণ দেয়, তবুও অন্যায়

ও মিথ্যার কাছে সে মাথা নত করে না। কারবালাপ্রান্তরে পিপাসিত, ক্ষুধার্ত মানব-দেবতা চরম দুঃখে নিজের মর্যাদারক্ষা করেছেন তবুও দুর্মতির কাছে মাথা নত করেন নাই, তার অনুগ্রহ স্বীকার করেন নাই। ইহাই মনুষ্যের মহত্ত্ব। অন্ধকারে কেহ যেখানে তাকে দেখে নাই, সেইখানে সে নিজের পাপ নিজে দেখেছে এবং শঙ্কিত হ'য়ে নিজেকে শাসন করেছে—নিজের পাপে সে নিজে লজ্জিত হয়েছে। মনুষ্য নিজের জাতির জন্য বর্তমান ও অতীতে কত দুঃখই না সয়েছে, ইতিহাস তার প্রমাণ। নিজের রক্ত দিয়ে ধূলার সঙ্গে মিশে যে জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ প্রস্তুত করেছে, কেউ তাদের সংবাদ রাখে নি। ইহাই মনুষ্য-দেবতার স্বভাব। নিজের দেশের মানুষ দেখলে মানুষের প্রাণ আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠেছে; প্রেমে তার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে, সে যে কত বড়, তারই পরিচয় দিয়েছে।

মানুষের জন্যে মানুষ রাজ-সিংহাসন ত্যাগ ক'রে পথের ভিখারী হয়েছে; ঐশ্বর্য-বিলাস অস্বীকার ক'রে সে পথের ফকির হয়েছে।

বেহেশ্‌তের কন্যা নারী আপন সতীত্বরক্ষার জন্যে দস্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। সে জীবন দিয়েছে, তবু স্বামীত্যাগ করে পরের অঙ্কশায়িনী হয়নি। যেখানে নারী ব্যভিচারিণী, সেখানে নারী আর নারী নয়—সে পশু।

মানুষের জন্য মানুষ কি কঠিন শোকই না করেছে।—মানুষের

জন্য মানুষের কি অপরিসীম বেদনা! কি অতুলনীয় প্রেমের অনুভূতি তার! সে আপন সন্তানের জন্য, আপন প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর জন্য পথে পথে কেঁদে মরেছে। পৃথিবীর কোন আকর্ষণ তাকে আনন্দ দেয় নাই। চিরজীবন সে হাসে নাই। পথে পথে, বনে বনে ঘুরে, পাহাড় ভেঙ্গে, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে তার মহা-প্রেমের পরিচয় দিয়েছে। সে ধন্য!

মানুষ দেবতা ব'লেই সে মানুষের জন্যে শোক করে। আত্মা তার স্নেহ-মমতার আধার ব'লেই বিরহ-বেদনায় কাতর হয়; সমস্ত প্রকৃতির মাঝে আপন চিত্তের শোকধ্বনি শুন্‌তে পায়। পশুর কোন শোক নেই, তার বিরহ-বেদনা নেই।

মনুষ্যের কি অপরিসীম সাহস! কি তার হৃদয়ের বল। জগতের কোন বাধা, কোন ভয় তার গতিকে রোধ কর্‌তে পারেনি। বজ্র অপেক্ষা সে ভীষণ, বিদ্যুৎ অপেক্ষা সে দীপ্তিশালী। সে মৃত্যুর সঙ্গে খেলা ক'রেছে, কামানের সঙ্গে নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছে! পাহাড় ভেঙ্গে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রেছে, সমুদ্রকে সে অঞ্জলি-আবদ্ধ জলবিন্দু মনে করেছে।

যে মানুষ এত বড়, তার কি কাপুরুষতা ভীরুতা সাজে? প্রাণভয়ে মৃত্যুর আগেই মরা কি তার শোভা পায়?

মনুষ্য কি নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সংবাদ নিয়েছে! নিঃস্ব, পীড়িত, আর্ত তার করুণ নয়নের দৃষ্টিলাভ করেছে! সে পশুর মত পাশ কাটিয়ে স্বার্থ ও লাভের গন্ধে ছুটে নাই। বিশ্বের যেখানে

ব্যথা, যেখানে হাহাকার, সেখানে সে তার সর্বস্ব নিয়ে আকুল হ'য়ে ছুটেছে। ইহাই মানুষের স্বভাব। সে দুঃখী সংসারের সম্মুখে আপন মুখে অন্ন তুলে দিতে পারে নাই, প্রাণ তার প্রেমের বেদনায় কেঁদে উঠেছে। ধন্য মানুষ! তোমায় নমস্কার করি। মনুষ্য যেখানে প্রেমের নামে জাতিবিচার করে, দুঃখীকে অবিশ্বাসী কুক্কুর ব'লে গালি নেয়, তখন তা মানুষের কথার মত শোনা যায় না।

মানুষ যখন মানুষের উপর অত্যাচার করে, মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে, মানুষকে চূর্ণ ক'রে আনন্দলাভ করে, মানুষকে ব্যথা দেয়, মানুষ যখন অপ্রেমিক, নিষ্ঠুর, কাপুরুষ, মিথ্যাবাদী, নীচ, আত্মমর্যাদা-জ্ঞানহীন, নিন্দুক এবং বিশ্বাসঘাতক হয়, যখন সে মোনাফেক, শয়তান এবং ক্রুর হয়, সে যতই উচ্চাসন লাভ করুক, সে পশু। সে আর তখন মানুষ থাকে না।

মানুষ কি নিজের গৌরব ও মর্যাদারক্ষা ক'রতে চেষ্টা করবে না? আত্মার গৌরবে কি সে তার জন্ম সার্থক ক'রবে না?

———

জীবনের মহত্ত্ব

প্রায় ৩২ বৎসর আগে, খুলনার এক ষ্টিমার থেকে একজন বুড়ো আর একটি ছোট মেয়ে নাবলেন। ঠিক তাদের সঙ্গে একটি যুবক অবতরণ করলেন। যুবকটি খুব সম্ভব বাগেরহাটের উকিল, সবে বারে (**Bar**) যোগ দিয়েছেন।

বুড়ো দুর্বল কুঁজো হ'য়ে হাঁটছিলেন। একটু পথ হেটে আর একখানি ষ্টিমারে চড়তে হবে, বালির চরায় নদী ভরাট হয়ে গেছে, তাই ষ্টিমার কোম্পানী দু'ধারে দু'খানা ষ্টিমারের ব্যবস্থা করেছেন। ৮।৯ বৎসরের ছোট মেয়েটি একটা বৃহৎ বোঝা একহাত দিয়ে পিঠে তুলে নিচ্ছিল, অন্য হাত দিয়ে বুড়োর দুর্বল হাত চেপে ধরেছিল।

বুড়ো স-স্নেহে বলছিলেন, "তুই কি অত বড় বোঝা নিতে পারবি ; আমায় দে।"

মেয়ে ততোধিক স্নেহে বলছিল, "দাদা তুমি দুর্বল, হাটতে পারছ না, তোমাকে আমি শক্ত করে ধরছি। এ বোঝাটি তুমি নিতে পারবে না, আমিই বেশ পারব।" বোঝার ভারে মেয়েটি কাঁপছিল, কিন্তু স্নেহপ্রদর্শনে তার ক্লান্তি নেই।

এই স্বর্গীয় দৃশ্যটি যুবক চেয়ে দেখলেন, তারপর নিকটে এসে বললেন, "মা লক্ষ্মী, দেখ, আমার গায়ে অনেক বল, আমার হাতে

ঐ বোঝাটি দাও, আমিই ব'য়ে নিয়ে দেবো, তুমি তোমার দাদার হাতখানি শক্ত করে ধর।"

মেয়েটি যুবকের দিকে সকরুণ নেত্রে চেয়ে রইল, কোন কথা বললে না। যুবক তৎক্ষণাৎ ভারী বোঝাটি দৃঢ়-বাহুর একটানে পিঠের উপর ফেলে চলতে লাগলেন। বুড়ো যুবককে প্রাণভরে দোয়া করলেন।

জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে আমরা যে দয়া ও মহত্ত্বের পরিচয় দিতে পারি, তা এক একটা সুবর্ণ মুদ্রার মতই মূল্যবান এবং উজ্জ্বল। তা একেবারে খাঁটি সোনা—আঘাত করলে, তার মাঝে একটুখানিও নকল পাওয়া যায় না।

কৃপণ জীবন ভরে এক-একটা মুদ্রা প্রাণের রক্তের মত সঞ্চয় করে। আমরা কি সুন্দর সুন্দর মহৎ কাজ করে, কৃপণের মত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের সুবর্ণ মুদ্রাগুলি সঞ্চয় করতে পারি না? তাতে যে আমাদের জীবনের মূল্য কত বেড়ে যাবে! পার্থিব ধন-সম্পদ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিনিষ্ট হবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহৎ কাজগুলি যেমন আমাদের চিত্তকে প্রসন্ন করে, তেমনি অক্ষয় সুবর্ণ রেখার মত চিরদিন মনুষ্য-আত্মাকে সম্পদশালী করে।

পুলিশের নাম শুনলে মানুষ বিরক্ত হয়, থানা-ঘর দেখালেই সেইখান থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষ ঘৃণায় সরে যায়। মানুষ থানা-

ঘরের মর্যাদা নষ্ট করেছে; কিন্তু যে স্থানে পীড়িত মানুষ নিজের মর্ম-ব্যথা নিবেদন করে, যেখানে মানুষের দুঃখের মীমাংসা হয়, যেখানে অত্যাচারিত দীনদুঃখী আশ্রয় পায়, সেই স্থান কি সত্যই অপবিত্র? মানুষ নিজের দোষে থানা-ঘরের মর্যাদা নষ্ট করেছে। পবিত্র বিচার-স্থানের মূল্য এবং মর্যাদা প্রকৃত খোদাভক্ত এবং ধার্মিক লোকদের কাছে চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকবে—তাঁরা থানা-ঘরের সংশ্রবেই বা বাইরের লোকই হন।

আলী নামক এক পুলিশ কর্মচারী একদা এক রেল-ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, এক অনিন্দ্য-সুন্দরী মহিলা ষ্টেশনে 'কাউন্টারের' কাছে এসে খুব ব্যস্ততার সঙ্গে টিকিট চাইল। ষ্টেশন-মাষ্টার বললেন, "এখানে অপেক্ষা করুন, রাত্রিকালে গাড়ী আসবে, সেই গাড়ীতে যাবেন।"

যুবক দেখলেন—মাষ্টারের ব্যবহার সন্দেহ-জনক। মহিলাটি ভদ্রঘরের ব'লেই মনে হ'ল; মাষ্টারের কথায় সন্দেহ করে মহিলাটি আর বিলম্ব না করে বিনা টিকিটেই গাড়ীতে উঠে প'ড়ল। পুলিশ-যুবকটিও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মহিলাটির উপর রেখে মহিলার গাড়ীতেই এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন।

তারপর গাড়ী ছেড়ে দিল। মহিলাটির হাতে একটা পোটলা ছিল, খুব সম্ভব তাতে কতকগুলি দামী গহনা ছিল। পুলিশ যুবকটি তাতে লক্ষ্য ক'রে বসেই আছেন। ২।৪ ষ্টেশন যেতেই একটা লোক হঠাৎ গাড়ির মধ্যে প্রবেশ ক'রে মহিলার সঙ্গে

ভারী আলাপ শুরু ক'রে দিল। এমন কি কয়েক মিনিটের আলাপে মহিলাটি যে তার অনেক জন্মের মা, এই কথা প্রকাশ করে ফেলল! পুলিশ-যুবক লোকটির সব কথা লক্ষ্য করছেন। তারপর এক ষ্টেশনে এসে লোকটি মহিলাটিকে লক্ষ্য করে বলল, "আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে যাব। আজ গরীব সন্তানের বাড়ীতে বিশ্রাম করুন, কাল আপনাকে একেবারে নিজে গিয়ে বাসায় রেখে আসব।" ভদ্রমহিলা হচ্ছেন এক উকিলের বউ, শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে রাগের মাথায় এক-কাপড়ে স্বামীর কাছে যাবে ব'লে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে যখন পড়েছে, তখন আর উপায় নাই। পথে এসে অন্তরে তার বিলক্ষণ ভয় হয়েছে। লোকটির সহানুভূতিতে তার প্রাণ গ'লে গেছে; স্বামীর বাসায় পৌঁছে দেওয়া হবে, এই কথা শুনে তার ভারী সাহস হয়েছে। লোকটির কথায় বিশ্বাসস্থাপন ক'রে, সেখানই নেবে পড়ল, পুলিশ-যুবকটিও সেখানে নেমে পড়লেন। নেমে প'ড়েই, তিনি মহিলাটিকে আটক করবার জন্যে টিকেট-কলেক্টরকে বললেন, "এই মহিলাটির কাছে টিকেট নাই, একে আটক করুন।" জুয়াচোর লোকটি তাকে মহা-বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছিল, তা সে বুঝতে না পেরে কাঁদতে লাগল। সেই বদমায়েশ লোকটি ইত্যবসরে স'রে পড়েছিল। মহিলাটি তখন ভয়ে আরও বেশী করে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। পুলিশ-যুবক তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "আপনার কোন ভয় নাই।" তার

স্বামীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা ক'রে, যুবক তৎক্ষণাৎ সেখানে এক টেলিগ্রাম ক'রে দিলেন। তারপর মহিলাটিকে গার্ড সাহেবের জিম্মা ক'রে দিয়ে বললেন, "এর জন্যে আপনি দায়ী, কোন বিপদ হলে আপনাকে সেজন্য জবাব-দিহি করতে হবে।" গন্তব্যস্থানের ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছেও তিনি একটা 'তার' করে দিলেন, মহিলাটিকে যেন সযত্নে ষ্টেশনে অপেক্ষা করবার বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া হয় এবং তার স্বামী উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত যেন তিনি তাকে আপন হেফাজতে রেখে দেন।

এর কয়েক দিন পরেই, ভদ্রমহিলার স্বামী 'বেঙ্গলী'-পত্রিকায় এক দীর্ঘ প্রবন্ধে এই কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনাটি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, সহৃদয় পুলিশ-যুবকটির সাহায্য না পেলে তার যে কি বিপদ হ'ত, তা চিন্তা করাও কঠিন।

মনুষ্যত্ব ও মহত্বের পরিচয় দেবার সুযোগ পুলিশ কর্মচারীদের যেমন আছে, তেমন আর কারো নাই।

দুর্বলের যাঁরা রক্ষক, ন্যায়-প্রতিষ্ঠার জন্যে যাঁদের জীবন, তাঁরা কি লোভের সম্মুখে, অর্থের সম্মুখে বিচলিত হবেন? শুধু অবস্থা ভাল ক'রে কি হবে? মনুষ্যত্বের কাছে আর কি অধিকতর গৌরবের বিষয় আছে?

কয়েক বৎসর আগে একজন লোককে একটা জাল টাকা নিয়ে কলিকাতার এক মিঠাইওয়ালার দোকানে গিয়ে কিছু মিঠাই

চাইতে দেখেছিলাম! দোকানদার মিষ্টান্নগুলি একটা পাতায় বেঁধে লোকটির হাতে দিয়েছে, আর ডান হাতে টাকা ধ'রেই চিৎকার করে বলে উঠলো—'শয়তান, পাজী'—আরও অনেক অশ্লীল ভাষায় সে গাল দিল। গোলমাল শুনে আমি এগিয়ে গিয়ে শুনতে পেলাম, পথিক সবিনয়ে বলছে, "ওটি যে জাল টাকা তা আমি জানিনে। তুমি মাফ কর। আমার কাছে আর পয়সা নেই। তোমার মিঠাই তুমি ফিরিয়ে নাও।" মিঠাইওয়ালা বললে, "তোমার ছোঁয়া জিনিস আর আমি ফিরিয়ে নেবোনা—পয়সা ফেলো নইলে জুতো খাবে।" পথিক ভারী অপ্রস্তুত হ'ল। তার হাতে সত্য সত্যই আর পয়সা ছিল না। টাকাটি জাল তা পথিক জানতো ব'লেই মনে হ'ল, অভাবগ্রস্ত বলে ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে মিঠাইওয়ালাকে ফাঁকি দিতেই চেয়েছিল। তার চোখে মুখে অপরাধীর দীনতা আমি দেখতে পেলাম। এমন সময় হঠাৎ একটি ভদ্রলোক এসে তাঁর পকেট হ'তে পয়সা তুলে মিঠাই-ওয়ালার দাম চুকিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে সে স্থান ত্যাগ করলেন। অপরাধী লোকটি তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না; সে ভদ্রলোকের পেছনে পেছনে ছুটলো; আমিও তার পেছনে পেছনে চললাম—লোকটি কি বলে, আর ভদ্রলোকই বা কি বলেন, তাই শোনবার জন্যে।

অনেক দূর দৌড়িয়ে গিয়ে ভদ্রলোকটির সম্মুখে দাঁড়ালাম। অপরাধী পথিকটি তখনও নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করছিল।

আমি দেখলাম, সেই ভদ্রলোকের মুখে খোদার জ্যোতি। খোদাকে চোখে দেখি নাই, কিন্তু মানুষের মুখে তাঁর ছায়া দেখলাম।

নিম্নস্তরের লোক, যাদের কৃষক বলে অবজ্ঞা করি, তাদের ভিতর খোদাই (**divine**) ভাব কেমন ভাবে ফুটে ওঠে, তা নিম্নলিখিত আর একটি ঘটনায় বেশ জানা যাবে।

অনেক বছর আগে একদা চুয়াডাঙ্গা হ'তে ঝিনাইদহ মহকুমা পর্যন্ত যে রাস্তা এসেছে, ঐ রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিলাম। তখন হেঁটে আসা ছাড়া আর উপায় ছিল না। রাস্তা দীর্ঘ ২৪ মাইল পথ। পথের মাঝখানে একটা পুকুরের ধারে বসে এক কৃষককে বিড়ি খেতে দিয়েছিলাম। তখন আমার বাল্যকালের ধূমপানের কুঅভ্যাসটি ছিল।

এর দু'বছর পর আর একদিন আমি চুয়াডাঙ্গা হ'তে রওনা হই। রাস্তা অতিশয় বিপজ্জনক—দুই ধারে বিরাট মাঠ। ১৬ মাইল পথ আসবার পর সন্ধ্যা হয়ে গেল ; পাগুলিও অবশ হয়ে এসেছিল ; কোথাও আশ্রয় চাইবার অভ্যাস আমার ছিল না। এদিকে ওদিকে না চেয়ে অতি কষ্টে অগ্রসর হতেই লাগলাম। ক্রমে রাত্রি অনেক হল ; আমিও আর পথ চলতে পারি না। যতই অগ্রসর হই পথ ততই দীর্ঘ বলে মনে হতে লাগল। ঝিনাই-দহের প্রায় ৫ মাইল দূরে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন দুইধারে বিরাট দৈত্যকার গাছের সারি—মনে হতে লাগলো, গাছের ডালে ডালে ভূতেরা সব হেসে বেড়াচ্ছে ; জনমানবশূন্য রাস্তা। চাঁদের

আলো ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছের ভিতর দিয়ে অস্পষ্টভাবে এখানে ওখানে উঁকি মারছিল।

পা আর চলে না, তবুও এগোচ্ছিলাম, কারণ তখন আর কোনই উপায় ছিল না। ভয় যা হচ্ছিল, তা খোদাই জানেন। এর উপর সম্মুখে রাস্তার পার্শ্বে গভর্ণমেণ্টের মরা কাটবার (post mortem) ঘর।

এমন সময় দেখতে পেলাম, দুইটি লোক অপর দিক থেকে আসছে। ভাবলাম এরা এখনই আমায় অতিক্রম করে চলে যাবে। আমি যে অবস্থায় আছি, সে ভাবেই এগোতে হবে। আর উপায় কি ?—

একজন জিজ্ঞাসা ক'রল, "আপনি কে ?" আমি উদাসীন ভাবে বললাম, "পথিক।" পা টেনে টেনে হাঁটছিলাম, তা সে লক্ষ্য করছিল। বললে এত রাতে একা একা—এখনও অনেক পথ বাকী।"

আমি ভীত-কণ্ঠে বললাম, "তা হ'লে আর কি করি ? কোন উপায় দেখিনা।"

এমন সময় লোকটি "বললে, আমি ত আপনাকে চিনি, (কি একটা স্থানের নাম করে সে বললে,) দু'বছর আগে আপনি অমুক স্থানে আমাকে একটা বিড়ি খেতে দিয়েছিলেন—কেমন, না ?"

আমি বললাম, "হাঁ।" একটা বন্ধুর দেখা পেয়েছি ব'লে

আমার মনটি একটু আশান্বিত হ'য়ে উঠলো।

সে বললে, "চলুন, নিকটেই রাস্তার ধারে আমার বাড়ী। রাত্রিতে আমার বাড়ী থাকবেন। ভোরে উঠেই রওনা হবেন। কি মহাবিপদ আপনার যে, এ অবস্থায় এই রাত্রিতে আপনি একলা এতদূরে চলেছেন!" আমি লজ্জিত হ'য়ে বললাম, "আমার হাঁটবার ক্ষমতা নেই, বেশী দূর হলে কি করে যাবো?"

সে বললে, "আচ্ছা, তাহ'লে নিকটেই এক বাজার আছে, সেইখানে কোন দোকান ঘরে আপনাকে শুইয়ে রেখে দি, প্রাতে উঠে চলে যাবেন।" আমি দ্বিরুক্তি না করে ফিরলাম। কিছুদূর হেঁটেই একটা বাজার পাওয়া গেল। বাজারের সবাই দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। কৃষক প্রত্যেক দোকানীকে আমার কথা জানিয়ে আশ্রয় চাইল। কেউ অপরিচিত লোককে স্থান দিতে স্বীকৃত হ'ল না। অগত্যা কৃষক বন্ধুটি আশ্বাস দিয়ে বললে, "অনেক দূর হেঁটে এসেছেন, আর কিছু দূর গেলেই আমার বাড়ী। একটু কষ্ট করে আস্তে আস্তে চলুন। অগত্যা স্বীকৃত হলাম।

অনেক কষ্টে তার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলাম। সে আমায় অতি সমাদরে উত্তম খাদ্য-সামগ্রী দিয়ে আহার করালে এবং উৎকৃষ্ট বিছানা দিয়ে আমাকে শুইয়ে রাখলে। এই কৃষকের কথা যতবারই ভাবি, ততবারই আমার মন ভরে উঠে। ভাবি, তার সঙ্গে আর কোন দিনও দেখা হবে না, তার কোন

উপকার করি নাই। এই নিঃস্বার্থ প্রেমের পরিচয় মানুষ খোদার ভাবে অভিভূত হয়েই দেয়।

মানুষের একদিক পশুর, অন্যদিক তার খোদাময়—প্রভাত-সৌন্দর্যের মত নির্মল, মধুর, জননীর বুকের মত সরস। খোদাই ভাবে মনুষ্য মনুষ্যের নমস্য।

নিরক্ষর মানুষের মধ্যে আমরা অনেক সময় আশ্চর্য ত্যাগ ও মহত্ত্বের পরিচয় পাই, সেরূপ মহত্ত্ব শিক্ষিত লোকেরাও দেখাতে পারেন না। আমরা এখানে পল্লীগ্রামের একটা সামান্য মানুষের দৃষ্টান্ত দিতে চাই, যাঁর হৃদয়ের বিশালতা অনেক মানুষেরই ঈর্ষার বিষয় হতে পারে। মাগুরা মহকুমার হাজীপুরের জরদার বংশের তমিজুদ্দীন জরদার নিজ জীবনে প্রায় ৮০ হাজার টাকার সম্পত্তি ক্রয় করেন। এঁর মধ্যম ভ্রাতা তাঁর একমাত্র শিশুপুত্রকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা তমিজুদ্দীনের হাতে সমর্পণ ক'রে, এর পূর্বেই অকালে প্রাণত্যাগ করেন। তমিজুদ্দীনের আর একটি ভ্রাতা ছিলেন, তিনি সর্ব-কনিষ্ঠ। জীবনের সঞ্চিত সমস্ত ধনই এই কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাতে তিনি রাখতেন এবং তারই হাত থেকে খরচ হতো। তমিজুদ্দীন ভ্রাতাকে এতই স্নেহ ও বিশ্বাস করতেন যে, তিনি খরচের বা রাশি রাশি জমান টাকার কোনই হিসাব রাখতেন না। এত করেও তমিজুদ্দীন শেষ জীবনে নিঃস্ব অবস্থায়, বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করেন। মৃত মধ্যম ভ্রাতার পুত্রকে তিনি আপন অর্জিত ভূসম্পত্তির শ্রেষ্ঠ অংশ দান করে

যান। আপন পুত্রদ্বয়কে সংসারের জমান টাকার কিছুই দেন নাই, স্থাবর সম্পত্তির অতি সামান্য অংশই এরা পেয়েছিল। এই উদার-হৃদয় ব্যক্তি নিরক্ষর ছিলেন; তাঁর ত্যাগ ও মহত্ব শিক্ষিত লোকদেরও বিস্ময় উৎপাদন করে।

মনুষ্য যখন মহত্বের পরিচয় দেয়, তখন আর সে মানুষ থাকে না। তখন খোদাই-ভাব তার মাঝে প্রকাশ পায়। জগতের সমস্ত হীনতা অতিক্রম করে মানুষ তখন মহাগৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়।

———

স্বভাব-গঠন

বাক্যবাগীশ, কথায় চতুর ও তার্কিক হওয়া খুব সহজ, কিন্তু তিল তিল করে নিজের স্বভাবকে গঠন ক'রে তোলা বড় কঠিন। প্রত্যেক মানুষের শ্রেষ্ঠ কাজই হচ্ছে নিজের স্বভাবকে গঠন করে তোলা।

ইহাই মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ কাজ, মানুষের কাছে ইহা অপেক্ষা আল্লাহ্‌র বড় আদেশ আর নাই। এই পরম আদেশের উপরে যারা কথা বলে, তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। মনুষ্য আপন স্বভাবকে খোদার স্বভাব অনুযায়ী গঠন ক'রে তুলবে, ইহাই খোদার উপাসনা। নিজের স্বভাবকে পরিবর্তন না ক'রে, আল্লাহ্ আল্লাহ্ করবার কোন সার্থকতা নেই। যে আল্লাহ্‌কে ভালবেসেছে সেই আপন স্বভাবকে সংযত করেছে, মিথ্যা পরিহার করেছে, খোদার জীবকে ভালবেসেছে, পশুকে আঘাত করতেও সে থমকে ভেবেছে।

খোদার জন্য যে তর্ক করে, তার মূল্য খুব কম। এসলাম শ্রেষ্ঠ, এই কথা বলবার জন্যে যে মহা আস্ফালন করে, তারও মল্য খুব কম। যে মিথ্যা পরিহার করে, আপন স্বভাব গঠন করে, সেই প্রকৃত খোদা-ভক্ত ; সেই পরম শান্তিতে আছে, সেই মুসলমান। মুসলমানের অর্থ তর্ক নয়, আস্ফালন নয়, এর

অর্থ নীরবে নিজকে গঠন করে তোলা। এসলাম মানে কাজ—বাক্য নয়।

আল্লাহ্ চান না তোমরা শুধু এসলামের মহিমা-কীর্তন কর, তিনি চান তোমরা মুসলমান হও, নিজ নিজ স্বভাব খোদাই-ভাবে গঠন কর।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"নিশ্চয়ই তোমার স্বভাব উত্তম।" যে নিজ-স্বভাবকে উত্তমরূপে গঠন করেছে, সেই প্রকৃত নবী-ভক্ত: যে শুধু মুখে চীৎকার ক'রে দরূদ পাঠ করে, সে নবী-ভক্ত নয়।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলেছেন—"আমি নীতি-শাস্ত্রকে পূর্ণ করতে এসেছি।"—এসলাম নীতিময় জীবন।

মানুষের সুন্দর মুখ দেখে আনন্দিত হ'য়ো না। স্বভাবে যে সুন্দর নয়, দেখতে সুন্দর হলেও তার স্বভাব, তার স্পর্শ, তার রীতি-নীতিকে মানুষ ঘৃণা করে। দুঃস্বভাবে মানুষ মনুষ্যের হৃদয়ে জ্বালা এবং বেদনা দেয়, তার সুন্দর মুখে মনুষ্য তৃপ্তি পায় না। অবোধ লোকেরাই মানুষের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়, এবং তার ফল তারা ভোগ করে।

যার স্বভাব মন্দ, সে নিজেও দুষ্ক্রিয়াশীল মিথ্যাবাদী দুর্মতিকে ঘৃণা করে। মানুষ নিজে স্বভাবে সুন্দর না হলেও সে স্বভাবের সৌন্দর্যকে ভালবাসে।

স্বভাব-গঠনে কঠিন পরিশ্রম ও সাধনা চাই, নইলে শয়তানকে

পরাজিত করা সম্ভব নয়।

যে স্বভাব-গঠনে চেষ্টা করে, চিন্তা করে, সে এবাদত করে।

মানুষের পক্ষে এক দিনে ফেরেস্তা হওয়া সম্ভব নয়। ধীরে অতি ধীরে, বহু বৎসরের সাধনায়, এমন কি সমস্ত জীবন ধরে নিজকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে হবে। মন্দের সঙ্গে আমাদের জীবন এমনিভাবে জড়িত আছে যে, একে ত্যাগ করে আপন স্বভাবকে বিশুদ্ধ করা এক মহা কঠিন সাধনা। দিনের প্রতি কাজে, বাক্যে, আমরা পতিত হই। প্রতিদিনকার রহস্য এবং আলাপে আমরা গোপনে গোপনে হীন এবং মূঢ় হই। কে আমাদের জীবনের এই শত গোপন কলঙ্ক হ'তে রক্ষা করবে।

জীবন গঠন করবার জন্যে ধীরে ধীরে চেষ্টা কর, কখনও ভীত হ'য়ে পশ্চাৎপদ হ'য়ো না। সংসারে যারা কাপুরুষ, তারাই স্বভাব গঠনের কঠিন কর্তব্য শক্তি-হীনের শৈথিল্যে ত্যাগ ক'রে পলায়ন করে। বীরের মত সাহসী হয়ে সম্মুখে দাঁড়াও। ভয় পেয়ো না—পালিও না। পালালেই সর্বনাশের গভীর কূপে পতিত হবে। চিরদিনের জন্যে জীবনের অফুরন্ত গৌরব-রাজ্য হয়ে ফিরে আসবে। দুর্গ জয় করতেই হবে, মানব-জীবনের সুমহান সাধনা ত্যাগ করে পশুদের একজন হয়ো না।

এই খানেই মানুষের সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞানের পরীক্ষা হয়—কে কতখানি নিজকে গঠন করতে পেরেছে। — মিথ্যা, লোভ, দ্বেষ, হিংসা, দুর্বলতা কে কতখানি জয় করতে শিখেছে।

তুমি মিথ্যা বলে থাক? তা হ'লে চেষ্টা কর—পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর—মিথ্যাকে পবিহার করে চলবার জন্যে। তুমি কি অন্তরে মিথ্যা গোপন ক'রে মানুষের সঙ্গে কথা বল? তা হ'লে সাবধান হও; গোপনে আপন মনে লজ্জিত হও — শতবার লজ্জিত হও। জীবনের গৌরব রক্ষা করবার জন্যে সর্বদাই চেষ্টা কর; মনুষ্য তোমার পাপ বুঝতে পারুক আর না পারুক।

তোমার প্রবৃত্তি কি নীচ? তা হলে সাবধান হও — চিন্তা কর, নিজকে সংশোধন কর; কারণ ইহা পশুর ভাব, মনুষ্যের পক্ষে ইহা লজ্জাজনক।

যৌবনের উষ্ণ রক্তে তুমি কি মানুষের উপর হঠাৎ তোমার বজ্র-মুষ্টি উত্তোলন কর? ক্ষান্ত হও, সহিষ্ণু হ'য়ে আপন কাজের তুমি সমালোচনা কর। শীঘ্রই মানুষের রক্ত নিস্তেজ হ'য়ে যায়, বার্দ্ধক্যে শরীরের পেশীসমূহ দুর্বল হ'য়ে পড়ে। তুমি যাকে আঘাত করতে যাচ্ছ, সেও এক সময় তোমারই মত শক্তিশালী ছিল।

তুমি কি টাকার গর্বে মানুষের সঙ্গে উপহাসের সঙ্গে কথা বল? তা হলে সাবধান হও। কারণ তোমার চাইতে বড় মানুষ এ জগতে বহু এসেছিল — তারা ধূলায় মিশেছে।

তুমি কি নিষ্ঠুর? — ইহা পশুর স্বভাব। মনুষ্য হ'য়ে কেমন করে তুমি নিষ্ঠুর হবে? তুমি আপন নিষ্ঠুর স্বভাবের জন্য লজ্জিত হও।

বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রাচীন ব্যক্তিকে সম্মান করতে কি তোমার লজ্জা হয়? গর্বে তোমার সমস্ত মানুষকেই অবজ্ঞা করতে ইচ্ছা হয়? তা হ'লে অনুতপ্ত হও — কারণ বিনয়ই মানুষের ভূষণ।

গর্বিত শয়তান চিরদিনই আল্লাহ্ এবং মনুষ্যের ঘৃণার পাত্র। মনুষ্যের গর্ব করবার কিছুই নাই। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিনয়েই গৌরব করেন, গর্বে তাঁরা মর্যাদাশালী নন।

তোমার কি অনবরত পরের নিন্দা করতে ইচ্ছা হয়? নিন্দুককে সমস্ত জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ঘৃণা করেন। নিন্দুক সমস্ত মানুষের শত্রু — নিন্দাই তার ব্যবসা। সে মনুষ্যের গুণকে শ্রদ্ধা করে না, মানুষের মূল্য তার কাছে কিছুই নয়।

মনুষ্য রাজাকে ভক্তি করে না। কিন্তু উত্তম স্বভাবকে সে আন্তরিক ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। মানুষের কাছে যদি লজ্জিত ও নিন্দিত হ'য়ে বেঁচে থাকতে হয়, তার চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে?

উত্তম স্বভাবের অর্থ — অন্যায়কে সমর্থন করা নয়, শুধু মানুষের প্রশংসা লাভের সাধনাও নয়। কারণ, যে সবাইকে তুষ্ট করতে চায়, সে কাউকেও সন্তুষ্ট করতে পারে না।

স্বভাব যার উত্তম, সে সর্বদাই নীতিবান; মিথ্যাকে সে আন্তরিক ঘৃণা করে, প্রাণ গেলেও সে মানুষকে তুষ্ট করবার

জন্যে অন্যায় ও মিথ্যাকে সমর্থন করে না। বাক্যে সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। অন্তরে পাপ, মুখে তার মধু নয়। সে বিনয়ী ভদ্র এবং সহিষ্ণু। সে মানুষের দাবীকে নষ্ট করে না, সে কখনও অভদ্রের মত কথা বলে না। মানুষকে ইতর ছোটলোক বলে উপহাস ক'রে চলা তার স্বভাব নয়। সে জ্ঞানবান, কারণ জ্ঞান ব্যতীত সূক্ষ্মভাবে জীবনের অন্যায় এবং ন্যায় কোনমতে অনুভব করা যায় না। সকলের প্রতিই তার সহানুভূতি আছে। সে আত্ম-সর্বস্ব নয়। শুধু নিজের সুখের চিন্তাতেই সে ব্যস্ত থাকে না। মানুষ তার যতটুকু দেখে, সে ততটুকুতেই শুদ্ধ এবং সুন্দর নয়। নিজের চোখে যে আপনাকে যতটুকু দেখে, ততটুকুতেই সে সুন্দর। সে যেমন নিজের সম্মান বোঝে, অন্যের সম্মানও সে তেমনি বোঝে। তার দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ, সে সহৃদয়তা প্রদর্শনে কোন সঙ্কোচ করে না।

একদা কানাডা সহরে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি সমস্ত বোঝা তাঁর দুর্বল পত্নীর ঘাড়ে চাপিয়ে গর্বিতের ন্যায় যাচ্ছিলেন। সার এডওয়ার্ড তাড়াতাড়ি সেই নারীর বোঝাটি নিজের পিঠে নিয়ে তাঁকে ভার মুক্ত করলেন। বস্তুতঃ উত্তম স্বভাবের মানুষ দুর্বল এবং শক্তিহীনের উপর কষ্টের ভার চাপিয়ে নিজে সুখ করেন না। নিজে শুয়ে ব'সে দুর্বল নারীকে দিয়ে সংসারের যাবতীয় কাজ করিয়ে নেওয়া হৃদয়হীনতার পরিচায়ক।

মানুষের মধ্যে ছোটলোক এবং ভদ্রলোক ব'লে কোন কথা

নাই। স্বভাব যার উত্তম, সেই ভদ্র লোক। নীচ বংশে জন্মেও যদি মানুষ স্বভাবে উত্তম এবং উন্নত হয়, সে মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। যে নমস্কার করে, মাটির আসনে বসে আছে, সে হয়ত অনেক সময় যে উচ্চাসনে বসে আছে তার চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম।

জীবনের সাধনা

জাগতিক অভাব—মাংসের বেদনা উপহাসের জিনিষ নয়। জাগতিক দুঃখ ও দৈহিক অভাবের ভিতর দিয়েই আল্লাহ্ তাঁর মহিমা এবং গুপ্ত ভাব প্রকাশ করেন। সুতরাং দেহের অভাবকে উপহাস করলে চলবে না, দেহের কথা ভাবতে হবে।

এই দেহের অভাবের জন্য মানব-সংসারে কত পাপই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আল্লাহ্ যুগে যুগে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, সে প্রতিজ্ঞায় মনুষ্য বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে নাই। হযরত ঈসা বলেছেন, ক্ষেত্রের পুষ্প কেমন সুন্দর, পক্ষীরা আহারের চিন্তায় ব্যস্ত হয় না, অথচ গলা ভর্তি ক'রে সন্ধ্যাকালে তারা কুলায় ফিরে আসে। আল্লাহ্ মানুষের কথা কি ভুলে যাবেন?—মানুষকে তিনি আরও বেশী ভালবাসেন, মানুষকে কি তিনি আরও বেশী সুশোভিত করবেন না?

আল্লাহ্ আর এক জায়গায় বলেছেন, আমার বান্দার কাছে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করি নাই।

তবু মানুষ আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে নাই। অবৈধ মিথ্যা পথে সে অন্ন এবং বস্ত্রের সন্ধানে ফিরেছে। অন্ন এবং বস্ত্রের জন্য মানুষ কি পাপই না করেছে, তা ভাবতেও মন অস্থির এবং ভীত হ'য়ে ওঠে। আত্মাকে বিনষ্ট ক'রে সে বেশ্যা নারীর শুভ্র পোষাকে দেহকে সজ্জিত করেছে, অবৈধ অন্ন মুখে তুলে দিয়েছে।

কেন জীবনের পথ এত জটিল করে নিলে তোমরা? কে তোমাদের এই সর্বনেশে শিক্ষা দিয়েছে? আত্মাকে অপবিত্র ক'রে, প্রাণঘাতী দারিদ্র-দুঃখকে বরণ ক'রে জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দেবে? এরই নাম কি ভদ্রতা? এ ভদ্রতা কে শিখিয়েছে তোমাদের? পরিশ্রম করতে লজ্জাবোধ কর? শ্রমকে তোমরা সম্মান করতে জাননা? চৌর্য, হীন দাসত্ব, কাপুরুষতা, আত্মার দীনতা ও মিথ্যার পোষাক তোমাদের কাছে ভদ্রতা? ৬০ টাকা বেতনে চাক্‌রী ক'রে অসৎ উপায়ে মাসিক ২০০ টাকা আয় করতে তোমাদের মনুষ্যত্ব লজ্জিত হয় না? আর এই চুরি করবার সৌভাগ্য কয়জনের হবে? এ যে বিনষ্ট হবার পথ।

পরিশ্রমকে তোমরা সম্মান করলে বুঝতে পারবে, কয়লার মধ্যে, কল কারখানার ধূলা বালির মাঝে, মাঠের কাদায়, কামার ঘরের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে তোমাদের মনুষ্যত্ব ও শক্তি লুকিয়ে আছে। দুর্বল, কাপুরুষ, শক্তিহীন, ধর্মহীন, দুঃখী হয়ে তোমরা ম'রো না। চাক্‌রী ক'টি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে? চাক্‌রীর নেশা ত্যাগ ক'রে, তোমরা দিকে দিকে ছুটে পড়। প্রতীচ্য দেশে মানুষ শিল্প ও দৈহিক পরিশ্রমকে সম্মান করতে শিখেছে—কত প্রতিভা কত স্থানে আপন আপন জীবনকে সার্থক করেছে! তাঁরা মানুষ, তাঁদের শক্তিতে সমস্ত জাতির দেহে অফুরন্ত শক্তি সঞ্চিত হয়েছে; তাঁরাই জাতির মেরুদণ্ড এবং প্রাণ। কয়েকজন কেরাণী ইংরাজ

জাতিকে গিরি লঙ্ঘন ক'রতে, আকাশে উড়তে, সমুদ্র অতিক্রম করতে শিক্ষা দেয় নাই। কি অফুরন্ত বিরাট শক্তি সমস্ত জাতির দেহে রক্ত-প্রবাহের মত কর্মপ্রেরণা ঢেলে দিয়েছে!

জাহাজ-নির্মাণ, কামান-বন্দুক-তৈরী, অসংখ্য কলকব্জা তালা-চাবী, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ছাপাখানা, কৃষি, অস্ত্র-সরঞ্জাম, স্থপতি শিল্প, ভূতত্ত্ব, খনি, চারুশিল্প, বস্ত্র তৈরী, সুঁই, সূতা, বাদ্য-যন্ত্র, শিশি বোতল, ধাতু, পাত্র, বাসন ও কাচ নির্মাণ প্রভৃতি লক্ষ প্রকার কাজে নিজেদের প্রতিভা তাঁরা নিয়োগ করেছেন—শুধু চাকরীর সন্ধানে তাঁরা তাদের জীবন ব্যর্থ করে দেন নাই। জাতির অভাব চাকরীতে পূরণ হবে না। এর ফলে দেশে পরস্পর বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ বেড়েই উঠবে! অভাবে দেশের মানুষের মনুষ্যত্ব থাকবে না।

জ্ঞান ও বিদ্যালোচনা চাকরীর জন্য নয়। জ্ঞান মানুষের জীবনকে অসংখ্য প্রকারে সফল করবার সুযোগ ও সুবিধা ক'রে দেয়। জ্ঞানকে দাসত্বের কাজে নিয়োগ করে জ্ঞানের মর্যাদা নষ্ট ক'রো না। জীবনের ঘুমন্ত শক্তি, মস্তিষ্কের সমস্ত লুকান ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলবার অমোঘ উপায় হচ্ছে জ্ঞান।

এ দেশে কি শিল্প চর্চ্চা ছিল না? দেশের মানুষ কি কোন কালে শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দেয় নাই? আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এদেশের মানুষের সঙ্গে ইউরোপের মানুষের কি কোন পার্থক্য আছে? যদি জাতি চাকরীর নেশা ত্যাগ করে তার সমস্ত শক্তি বিবিধ

পথে নিয়োগ না করে, তা হলে আবার বলি, জাতির দুঃখ বেড়েই যাবে। অভাব ও দুঃখের অন্ত থাকবে না। যে জাতি অভাব ও দুঃখ ভোগ করে, জগতে তাদের অস্তিত্ব থাকে না। পরিশ্রমকে অশ্রদ্ধা করো না। এম, এ, পাশ ক'রে তোমরা কখনও বাবুটি হ'য়ো না, এটি হচ্ছে সর্বনাশের কথা। হাতের ক্ষমতাকে অবহেলা ক'রো না। কুলির মত সর্বত্র কাজ কর, কাজই জগতের প্রাণ! জগত বাবু হওয়ার, বসে বসে শুধুই চিন্তা করবার ক্ষেত্র নয়। জগত চায় কাজ। এই যে দেশে কৃষক, কামার, তাঁতী, জোলা, স্বর্ণকার, কাঠের মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী, মালী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, এরা কি অশ্রদ্ধার পাত্র ? লেখা-পড়া জানে না ব'লেই এরা মানুষের অশ্রদ্ধা ভোগ করছে। জাতির বাঁচবার যন্ত্রপাতি এদেরই হাতে। যেদিন এরা লেখাপড়া শিখবে, সেদিন জাতির পরিচালক হবে এরাই। এদেরই ইচ্ছায় জাতি ওঠাবসা করবে! যদি বাঁচতে চাও, দেশের যুবক সম্প্রদায়কে বলি, লেখাপড়া শিখে সর্বপ্রকার হীনতাকে উপহাস ক'রে তোমরা তোমাদের দুইখানি হাতকে নমস্কার ক'রে নাও। তোমাদের ভিতর যে শক্তি আছে, সে শক্তিকে ভাড়া না দিয়ে স্বাধীনভাবে নিজের এবং জাতির মঙ্গলের পথে নিযুক্ত কর; সকল দেশের সকল জাতির মুক্তির পথই এই। প্রাচীন এবং বর্তমান সমস্ত উন্নত জাতির পানে তাকাও — দেখতে পাবে, তারা কখনও পরিশ্রমকে অশ্রদ্ধা করে নাই।

দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সহিষ্ণুতা ব্যতীত কোন কাজেই সফলতা লাভ হয় না। মানুষ যা ইচ্ছা করে তাই সম্ভব। চাই একাগ্রতা, বিশ্বাস এবং সাধনা। আন্তরিকতা ব্যতীত কোন কাজেই সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। জগতে যে সমস্ত উত্তম উত্তম কাজ দেখতে পাচ্ছ, তা কঠিন পরিশ্রম, ত্যাগ এবং দুঃখের ফল। ইংরাজ জাতিকে দূর থেকে দেখলে মনে হয়, এরা বড্ড বাবু; আমরা এত খাটি তার প্রতি-দানে পাই এক মুষ্টি ছাতু, আর এরা ছায়ায় ব'সে ব'সে এত সুখ ভোগ করে। এরা যে কত দুঃখ করেছে, উন্নতির সাধনায় এরা কত ত্যাগ স্বীকার করেছে, কত প্রাণ দিয়েছে তার সীমা নাই। তোমরাও এই ভাবে ত্যাগ স্বীকার কর, দুঃখ বরণ কর, হৃদয়ের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এবং নিজের ও জাতির কল্যাণ অর্জন করতে হবে।

কাজের ডাকে, কর্তব্যের ডাকে কাজ কর; শুধু অর্থ-লোভেই কাজে অগ্রসর হ'য়ো না। শুধু অর্থ-লোভ মানুষকে শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণ করে না। অর্থের মীমাংসা হ'লেই অর্থ-লোভীর সাধনায় জড়তা এবং শৈথিল্য আসে। শুধু অর্থ-লোভ জাতির শক্তিকে খর্ব করে দেয়। সমস্ত কর্মপ্রেরণার অন্তরালে কর্তব্য-বুদ্ধি এবং জাতির প্রতি প্রেম মানুষকে শক্তিশালী এবং বিজয়ী করে। অর্থ যদি লাভ হয়, তবে তা কাজ করতে করতে ঘটনাক্রমে হ'য়ে ওঠে।

সার জস্থুয়া রেনল্ডস্ বলেছেন, "যদি কোন কাজে সফলতা চাও, তাহ'লে যখন ঘুম থেকে ওঠ, তখন থেকে নিদ্রা যাওয়া পর্যন্ত সেই কাজে সমস্ত চিন্তা, সমস্ত মন ঢেলে দাও।" বাস্তবিক ইহাই সফলতার পথ। কর্মী ও সাধকের কাছে সকাল নাই, দুপুর নাই, সন্ধ্যা নাই, কাজকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যে তিনি কাজের মধ্যে একেবারে ডুবে যাবেন। সাধনায় সিদ্ধি লাভের ইহাই গুপ্ত রহস্য। অভাব, দারিদ্র, অসুবিধা মানুষের সাধনার পথে কোন কালেই বাধা হয় না।

বাধা অনেক সময় সাধকের জীবনকে দুঃখময় ক'রে তোলে ব'লে দুঃখ ক'রো না; যেহেতু জীবনের গতি চিরদিনই এমনই জটিল ও সমস্যাপূর্ণ। তোমাদের দুঃখ ও ত্যাগের ফলে যদি ভবিষ্যৎ মানব সমাজ দুঃখ, কুসংস্কার, মূর্খতা ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায়, সেই কথা চিন্তা ক'রে মনে মনে আনন্দ কর। আজকার এই দুঃখ নীরবে, আঁখিজলে স য়ে যাও, আল্লাহ্র দয়ার কথা ভেবে কাজ করতে থাক। যদি সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়, সেইদিন সমস্ত দুঃখের প্রতিদান পাবে মানব সমাজ তোমার কাছে একদিন কৃতজ্ঞ হবেই।

কোন কাজ একবার হয় নাই, আবার কর। আবার কর — যতবার না হয় ততবারই কর। এর শেষ সিদ্ধি। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা হয়ত কোন কাজ হঠাৎই ক'রে ফেলেন কিন্তু পরিশ্রম, চিন্তা ও পর্যবেক্ষণই সফলতার পথ।

স্বর্ণকার, চিত্রকর, ভাস্কর এবং ইঞ্জিনিয়ার সেলিনীর জীবন বড়ই চমৎকার! তাঁর পিতা ফ্লোরেন্সের রাজ-দরবারের বেতন-ভুক্ত গায়ক ছিলেন। তাঁর চাকরী গেলে পুত্রকে এক স্বর্ণকারের কাছে কাজ শিখতে পাঠান। অতি অল্প দিনের মধ্যেই বালক অনেক কাজ শিখে ফেললে। বাপের জিদে কিছুদিন তাঁকে এই সময় আন্তরিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাঁশীবাজনা শিখতে হয়েছিল, এর কিছুদিন পর সেলিনী পোপের অধীনে স্বর্ণকার এবং গায়করূপে চাকরী পান। তাঁর সোনা, রূপা এবং ব্রঞ্জ ধাতুর কাজ অতি আশ্চর্য। কারো সাধ্য ছিল না তেমন কাজ করতে পারে। কোন সুন্দর কারিকরের সংবাদ পেলেই সেলিনী তাঁর কাজ দেখতেন এবং যাবৎ না দক্ষতা এবং গুণে তাকে অতিক্রম করতে পারতেন, তাবৎ তাঁর শান্তি থাকতো না,—তাঁকে পরাস্ত করা চাই, তারপর অন্য কথা। তাঁর কর্ম-শক্তি ছিল অসাধারণ।

শিল্পী চাণ্ট্রী শিল্প-সাধনায় কতদিন মগ্ন থেকে যশের আসন লাভ ক'রেছিলেন, তা প'ড়লে বিস্মিত হ'তে হবে। খুব ছোট বেলাতেই তাঁর বাপ মারা যান, মা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেন। এই অবস্থায় তাঁকে গাধার পিঠে শেফিল্ড শহরে দুবেলা ঘরে ঘরে দুধ জোগান দিতে হ'তো। তারপর কিছুদিন এক মুদীর দোকানে তাঁকে কাজ ক'রতে হয়। একদিন রাস্তার পার্শ্বে তিনি কতকগুলি অতি সুন্দর খোদাই কাঠের কাজ দেখতে পান। এই কাজ শেখবার

তাঁর আন্তরিক আগ্রহ হ'ল। ব'লে ক'য়ে কোন রকমে মুদীর কবল হতে রক্ষা পেয়ে সেই মিস্ত্রীর কারখানায় ভর্তি হলেন। সেখানে তিনি সাত বৎসর কাজ করেন। ঐকান্তিক আগ্রহ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, প্রাণ-ঢালা সাধনায় তাঁর কাজের তুলনা নাই। সাত বৎসরে তিনি একজন সুদক্ষ কারিকর হ'লেন। তাঁর অবসর সময় বিনা কাজে ব্যয় হতো না। কাজের পূর্ণতা এবং চারুতার জন্যে কখনও চিত্র আঁকছেন, কখনও মডেল তৈরী করছেন, কখনও মাপজোক নিচ্ছেন—সঙ্গে সঙ্গে আত্মোন্নতির জন্যে বই পুস্তক পড়ারও কামাই নাই। এর কিছুকাল পরে আরও উন্নত জ্ঞান-লাভের জন্য তিনি লণ্ডনের রয়েল একাডেমীতে ভর্তি হন। জীবন্ত মানুষের মূর্তি নির্মাণ, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি কার্যে তিনি অতিশয় খ্যাতি অর্জন করেন। সহিষ্ণুতা, সাধনা, অধ্যবসায় এবং কঠিন পরিশ্রম আর তার সঙ্গে তাঁর প্রতিভা তাঁকে বড় করেছিল। তিনি অতিশয় দানশীল ছিলেন, কিন্তু সে কথা কেউ জানত না।

যে কোন কাজই কর —বাইরের উপদেশে বিশেষ কিছু লাভ হয় না। মানুষ মানুষকে কিছু শেখাতে পারে না। মানুষ মানুষকে একটু দেখায় মাত্র, নিজের ওস্তাদ নিজেকেই হতে হবে। পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে জগতের কোন কাজেই কৃতিত্বলাভ করা যায় না। সাধনার প্রাণ বিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরতা। কোথা থেকে যে বুদ্ধি যোগায়, পথ পরিস্কার

হয়ে আসে, তা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। আল্লাহ্ মানুষকে এমনি পূর্ণ করে গঠন করেছেন যে তার পরের কাছে হাত পাতবার আবশ্যকতা খুব অল্পই আছে।

শিল্পীকে জীবনে অনেক সময় অপরিসীম দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে, তা ভেবে সাধক তাঁর কাজ ত্যাগ করেন নাই। কত কর্মী মানুষের অশ্রদ্ধা এবং অবহেলায় প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছেন—তাঁদের অর্ধ-সমাপ্ত সাধনায় নূতন নূতন সাধক পূর্ণতা এনে দিয়েছেন।

ষ্টকিং-মেশিন-নির্মাতা রেভারেণ্ড উইলিয়ম লী এক নারীকে ভালবাসতেন। লী ধর্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি প্রায়ই প্রেম-প্রার্থী হয়ে তার প্রিয়তমার সঙ্গে দেখা ক'রতে যেতেন। কিন্তু সেই নারী তাকে ভালবাসত না, হাতে ষ্টকিং তৈরী ক'রত, আর তার সহকর্মিনী মেয়েদের সঙ্গে কথা ব'লত। লী প্রিয়তমার এই ব্যবহারে অতিশয় মনক্ষুণ্ণ হন। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, এমন এক যন্ত্র তৈরী ক'রতে হবে, যাতে আর কেউ হাতে ষ্টকিং তৈরী ক'রতে না পারে। প্রিয়তমাকে শাস্তি দেবার মানসে তিনি চিন্তা আরম্ভ করলেন। একটা অতি লাভজনক ব্যবসায় এই প্রেমের দ্বন্দ্বে আরম্ভ হয়। লী প্রচার-কার্য ত্যাগ ক'রে যন্ত্রের সফলতার দিকে মন দিলেন। ঐকান্তিক সাধনার ফলে তিনি কয়েক বছরেই এই আশ্চর্য কৌশলময় যন্ত্রটি তৈরী করতে সক্ষম হ'লেন। তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রটি নিয়ে তিনি প্রদর্শনের জন্য রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা ক'রলেন। দরিদ্রের অন্ন মারা যাবে, এই কথা

ব'লে রাণী তাঁকে অশ্রদ্ধা ক'রলেন। লী অতঃপর মনের দুঃখে সে স্থান ত্যাগ করে এলেন। এই সময় ফ্রান্সের চতুর্থ হেনরী তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি কয়েকজন সহযোগী নিয়ে যন্ত্রপাতি-সহ রুয়েন শহরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রুয়েন একটা প্রধান হস্ত-শিল্পের কেন্দ্র। সেখানে তিনি বিশেষ সমাদর লাভ করলেন। এখানে তাঁর কাজের আদর হ'তে লাগল। দুর্ভাগ্য-বশতঃ এই সময় একদল ধর্মান্ধ গোঁড়া সম্প্রদায় সম্রাটকে হত্যা করে। ফলে লীর অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে উঠলো। তিনি রুয়েন ছেড়ে প্যারিস শহরে গেলেন। সেখানে সবাই তাঁকে ধর্মহীন এবং বিদেশী ব'লে অবজ্ঞা ক'রলে। একটা বিশেষ লাভজনক যন্ত্রশিল্পের উদ্ভাবয়িতা অতঃপর বিদেশে মনের কষ্টে, অবহেলায়, রোগে, দুঃখে প্রাণ ত্যাগ ক'রলেন। অতঃপর তাঁর ভাই কোন রকমে প্রাণ নিয়ে স্বদেশে পালিয়ে আসেন। এই সময় আসর্টল ব'লে আর একজন সুদক্ষ শিল্পী তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে যন্ত্রটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সফল করে তুললেন। ক্রমে দেশের সর্বত্র ষ্টকিং মেশিনের সমাদর হ'ল।

মানুষের কাজ এই ভাবেই সমাদর লাভ করে। মানুষ প্রথম প্রথম কোন কথা, কোন সাধনার দিকে ফিরে তাকায় না। মানুষের এ স্বভাব, তা ব'লে ভাবনা ক'রলে চলবে না।

জগতে এখন আর কিছু নূতন ক'রে তৈরী করবার নাই। জগতের যা কিছু প্রয়োজন, তা মানুষের ত্যাগের ফলে তৈরী হ'য়ে

আছে—এখন কাজে নেমে গেলেই হয়। জাতির ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করবার জন্যে, পল্লীর দুঃখ দূর করবার জন্যে এখন দেশের মানুষের অগ্রসর হওয়া মাত্র বাকী। হাত পা গুটিয়ে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা না ক'রে হাত পা খাটিয়ে শক্তি ও মনুষ্যত্বের সদ্ব্যবহার ক'রে নিজের এবং জাতির মঙ্গল চেষ্টা করাই উত্তম। জাতির না হোক, সমাজের না হোক দেশের ছেলেরা যদি আপন আপন অভাবের মীমাংসা ক'রতে পারে, সাধু জীবন যাপন ক'রে আপন আপন মা-বোনের সেবা করতে পারে, প্রতিবেশীদের স্বার্থে আঘাত না করে, তা হলেও যথেষ্ট।

আর্থার হ্যালাস ব'লেছেন—"ইংরাজ জাতির ভিতর থেকে শ্রমিক, শিল্পী, মিস্ত্রী বে'ছে ফেলে দাও, সমস্ত জাতিটা অন্তঃসারশূন্য হ'য়ে পড়বে। সমস্ত জাতির দেহটা তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে পড়বে। তাই বলছি, কয়েকজন রাজকর্মচারী, এবং দেশের ভদ্রলোক এরাই জাতির শক্তি এবং প্রাণ, এ কথা পাগল ছাড়া আর কেউ মনে করে না। কোন মানুষের কৃতিত্ব, বিশেষত্ব এবং গুণ চাপা থাকবে না—সে ছুঁতোরই হোক, আর রাজমিস্ত্রী, গায়ক, কামার, স্বর্ণকার, শিল্পী যাই হোক্—মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা তার কাজের ভিতর দিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব এবং সম্মান দান করবেই।

জর্জ কেম্প একজন সামান্য লোক ছিলেন। তাঁর পিতার সম্পত্তি ছিল কতগুলি গরু ও ছাগল। প্রথম জীবনে তিনি সামান্য

একজন মিস্ত্রীর কাছে শিক্ষানবিসী করেন। স্থাপত্য শিল্পে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ভাল উল্লেখযোগ্য নূতন, পুরাতন সুদৃশ্য অট্টালিকা দেখলেই তিনি তার চিত্র গ্রহণ ক'রতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণ ক'রতে মনস্থ করেন। তিনি পায়ে হেঁটে ইউরোপের বৃহৎ বৃহৎ প্রাচীন অট্টালিকা, দুর্গ এবং মন্দির পরিদর্শন করেন এবং সেগুলির নক্সা হাতে গ্রহণ করেন। এডিনবরা শহরের বিখ্যাত স্কট মনুমেণ্টের নক্সা প্রস্তুত করবার প্রতিযোগীতায় তিনিই প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁরই নক্সা অনুযায়ী এডিনবরার এই বিখ্যাত সাহিত্যিক স্মৃতি-মন্দির নির্মিত হয়।

অসংখ্য প্রকারে মানুষ নিজ নিজ জীবনকে উল্লেখযোগ্য ক'রে তুলতে পারে। যে দেশের মানুষ এ বুঝে না, সে দেশের লোক দাস ও গোলামের জাতি ছাড়া আর কি? চাকরীকেই সম্মানের মাপকাঠি মনে করা যারপর নাই ভুল। জাতিকে সমৃদ্ধিশালী ক'রে তোলবার পথ এ নয়। প্রত্যেক শক্তিশালী জাতির শক্তির পশ্চাতে অনন্ত বিচিত্র জীবন-ধারা দেশের শিরায় শিরায় খেলে যাচ্ছে। মিশর, পারস্য, ব্রহ্মদেশ, এসিয়া মাইনর প্রভৃতি ছোট ছোট দেশেও শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য দ্বারা অর্থাগমের বিবিধ পন্থা আছে। আমাদের দেশেও থাকা চাই। একজন আর একজনের নাড়ী ছিঁড়ে খেলে কয়েকজনা লোক ছাড়া বাকী সকল লোকই মারা যাবে। মিথ্যা ও মূর্খতার বিরুদ্ধে যুবক

সমাজকেই বিদ্রোহী হ'তে হ'বে। অত্যাচারী মুরব্বীর দল যে চাকরীকেই সম্মানের জীবন মনে করে, নিষ্ঠুর হস্তে সে মানসিকতাকে ভেঙ্গে না দিলে আর উপায় নাই। পরের গলগ্রহ হ'য়ে অসাধু পথে দাসত্বের লৌহচাপে, অভাবের অভিশাপে, মানুষের জীবনী শক্তি এবং মনুষ্যত্ব দুই-ই নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে। শ্রমকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ কর। কালি ধূলার মাঝে, রৌদ্র বৃষ্টিতে, কাজের ডাকে নেবে যাও। বাবু হয়ে ছায়ায় পাখার তলে থাকবার কোন দরকার নাই। এ হচ্ছে মৃত্যুর আয়োজন। কাজের ভিতরে কুবুদ্ধি, কুমৎলব মানবচিত্তে বাসা বাঁধতে পারে না। কাজে শরীরের সামর্থ জন্মে, স্বাস্থ্য, শক্তি, আনন্দ, স্ফূর্তি সবই লাভ হয়। মদ খেয়ে আনন্দ করবার কোন প্রয়োজন থাকে না। পরিশ্রমের পর যে অবকাশ লাভ হয়, তা পরম আনন্দের অবকাশ। শুধু চিন্তার দ্বারা জগতের হিত সাধন হয় নাই। মানব জাতির সমস্ত কল্যাণ বাহুর শক্তিতেই সাধিত হয়েছে। মানুষের বাহু অত্যাচারিত মনুষ্য, পীড়িত-লাঞ্ছিত মনুষ্যকে উদ্ধার করছে, জগতের জালিমকে বিনষ্ট করছে, রাক্ষসের মুখ থেকে নির্দোষ, দুর্বল মানুষকে বাঁচাচ্ছে। কাপুরুষ ছাড়া মানুষের বাহুকে অন্য কেউ অশ্রদ্ধা করে না।

শুধু চিন্তা ক'রে মানুষ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয় না। মানব সমাজে, মনুষ্যের সঙ্গে কাজে, রাস্তায়, কারখানায়, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষ নিজেকে পূর্ণ করে। চিন্তা এবং পুস্তক

মানবচিত্তের পাঁপড়ি খুলে দেয় মাত্র, বাকী কাজ সাধিত হয় সংসারের কর্মক্ষেত্রে।

কয়েক বৎসর আগে বৃটেন এবং রাশিয়া পারস্যকে দুই লক্ষ পাউণ্ড ধার দেন, একটা এঙ্গলো-ফ্রেঞ্চ কোম্পানীও পারস্যকে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড কর্জ দেন। প্রফেসার জ্যাক্‌সন বলেছিলেন, "বিদেশীর এই সমবেদনার সঙ্গে সঙ্গে পারস্যকে কুসুমের সুবাস এবং বুলবুলের সঙ্গীত ত্যাগ ক'রে কাস্তে-কোদাল নিয়ে শস্য ক্ষেত্রে নামতে হবে।" যে জাত শ্রমকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখে, সে জাত জগতে বড় আসন পায় না।

———

বিবেকের বাণী

যার মাঝে বিবেকের বর্তিকা নাই, যে অন্তরস্থ প্রজ্ঞা দেবতার কথা শুনতে পায় নাই, তার ভরা শুকনোয় তল হবে। তার জীবন জাহাজ শুকনো গাঙে ডুবে যাবে; মনুষ্য-অন্তরে বিবেক আল্লাহ্‌র বাক্যরূপে মনুষ্যকে সর্বদাই চালিত করে, সাবধান করে। যে সে-কথা শোনে, সেই জয়লাভ করে। যে তা শোনে না, যে তা গ্রাহ্য করে না, বিবেকের কথা তার কাছে চিরদিনের জন্য মৌন হয়ে যায়। সে দিন দিন অধঃপতিত হ'তে থাকে।

আমি যখন হুগলিতে পরীক্ষা দেই, তখন অতিশয় সাধু, ধার্মিক বলে জন-সমাজে পরিচিত একজন মৌলবী সাহেব চুপে চুপে আমাকে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর ব'লে দিয়ে গেলেন।

আর একজন মৌলবী সাহেবকে জানি, তিনি পরীক্ষা-মন্দিরে ছেলেদের চুরি ক'রে লিখবার সুবিধা ক'রে দিতেন। যখন ধর-পাকড় আরম্ভ হ'তো, তখন তিনি তাদের কাছ থেকে গোপনে টেবিলের উপর বই-গুলি এনে রেখে দিতেন।

বলতে কি, এদের এই কাজের পেছনে কিছু যুক্তি আছেই। বিপন্নকে সাহায্য করলে খোদা সন্তুষ্ট হন, হয়ত এই কথা ভেবেই এরা ছেলেদের এই গোপন অসাধু কার্যে উৎসাহ দিতেন। এ-যে কত বড় অন্যায়, ছেলেদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি কত বড়

নিষ্ঠুর আঘাত, তা তাঁরা চিন্তা করতেন না, চিন্তা করাও দরকার মনে করতেন না। বস্তুতঃ ধর্মের অনুশাসন অন্ধভাবে মেনে চল্‌লে পদে পদেই পতন এবং বিপদের সম্ভাবনা। বিবেক যার সঙ্গে কথা বলে না, বিবেক যাকে চালিত করে না, জীবনের বহু বৎসরের ধার্মিকতা তার কাছে নিরর্থক।

অন্ধকারে যেমন আলো, মানুষের কাছে বিবেকও তদ্রূপ বর্তিকার মত সর্বদা পথ দেখায়। বিবেকই মনুষ্যকে ধার্মিকতা শিক্ষা দেয়। যদি মানুষ বিবেকের অনুশাসন অনুভব না করতে পারে, কোন ধর্ম-গ্রন্থ, কোন বাইরের উপদেশ তাকে পথ দেখাতে পারে না। বিবেক মানব জীবনের পরম বন্ধু, ইহা বন্ধুর ন্যায়, জননীর ন্যায়, পিতার ন্যায় মনুষ্যকে পথ দেখায়; সান্ত্বনা দেয়। বিবেক কোন কোন সময় মনুষ্যকে প্রতারণা করে; কিন্তু সেজন্য দুঃখিত হবার কারণ নেই। আজ তোমাকে সে যদি ভুল পথ দেখায়, দশ বৎসর পর তোমাকে গন্তব্যস্থানে সে পৌঁছে দেবেই। অপরিপক্ক মানুষ, জ্ঞান-বুদ্ধি যার পূর্ণ ভাবে বিকশিত হয় নাই, তার বিবেক এবং একজন প্রজ্ঞাবান মানুষের বিবেকের মধ্যে অনেক পার্থক্য হ'তে পারে; তাতে দোষ নেই। মানুষ যদি আপন অন্তরস্থ বিবেকের বাণী পালন করতে যেয়ে মহা অন্যায় করে, তজ্জন্য তাকে অপরাধী করা চলে না। স্বামীর অনুগত হওয়াই নারীর ধর্ম, তার কাজের কোন জবাব-

দিহি নাই। তেমনি প্রত্যেকে আপন আপন বিবেক অনুযায়ী চল, ফলাফলের জন্য তুমি দায়ী নও। বিবেকের অনুগত থাকাই তোমার কাজ।

বিবেক আল্লাহ্‌র আসন, এই আসনের সম্মুখে মানুষ আজ্ঞাবহ ভৃত্য। জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্ত বিষয়ের অভিজ্ঞতা আমরা বিবেকের সাহায্যে লাভ করি। মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি, আমাদের কি কর্তব্য, মানব জীবনের গুরুত্ব এবং দায়িত্ব, পাপের জঘন্য রূপ, ধার্মিকতার স্নাবমল চিত্র, আমরা বিবেক সাহায্যে আপন আপন আত্মায় অনুভব করি।

বিবেকবান মনুষ্য সর্বদাই ভীত। সব সময় তিনি চিন্তা করেন — তাঁর দ্বারা কোন অন্যায় হ'য়েছে কি না? মানুষ তাঁকে লজ্জা না দিক, তিনি আপন মনে লজ্জিত হন। মনুষ্য তাঁকে নিরপরাধ ব'লে মুক্তি দিলেও, তিনি বিবেকের বিচারে নিজকে মুক্তি দেন না। তিনি আপনার শাস্তি আপনি গ্রহণ করেন। বিবেক মানুষকে পশুর স্তর থেকে, মহৎ হ'তে মহত্তর করে। ইহা মানবহৃদয়ে অমর অক্ষয় চির-সুন্দর চির-সমুজ্জ্বল চেতনাময় প্রদীপ।

বিবেকের সাহায্যে মানুষ জে'নেছে তার জীবনের এক মহা সার্থকতা আছে। চিন্তাহীন, বিবেক-বর্জিত জীবন তার কাছে অসহ্য। পশুর বিবেক নাই, ভাল-মন্দ জ্ঞান নাই। মানুষ ভাল মন্দ বোঝে, বিবেক তা'কে সর্বদা সতর্ক করে, ভীত

করে, জীবন্ত দেবতা হ'য়ে তাকে ত্রস্ত, কর্তব্যপরায়ণ, লজ্জিত ও সজাগ করে। বিবেকের সম্মুখে সে অস্থির হয়, বিশ্বকে উপেক্ষা ক'রে সে আত্মার দেবতার সম্মুখে কর-যোড়ে দাঁড়ায়।

সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য মানুষের অন্তরস্থ এই বিবেক-দেবতাকে জানিয়ে দেওয়া তেজস্বী নির্ভীক, পুষ্ট এবং সবল ক'রে তোলা। যদি সে-জ্ঞান, মানুষের উপদেশ, পুস্তক এবং সাহিত্য মানুষের অন্তরকে না জাগাতে পারে, তাকে চিন্তাশীল ক'রে তুলতে না পারে, তাকে আত্মবোধ না দিতে পারে, — তবে বুঝতে হবে তার পাষাণ প্রাণে সমস্ত জ্ঞান ব্যর্থ হ'য়েছে ; মরুভূমিতে বৃক্ষ রোপনের মত সমস্ত প্রচেষ্টা নিরর্থক হ'য়েছে — বিবেকের জাগরণের নামই আত্মবোধ। বিবেক অপেক্ষা আরও একটি মহা-জিনিষ আছে তার নাম প্রজ্ঞা। বিবেক মনুষ্যকে প্রতারণা করে, প্রজ্ঞা কোন সময় মনুষ্যকে প্রতারণা করে না। প্রজ্ঞা দিবালোকের মত উজ্জ্বল, তার দৃষ্টির সম্মুখে কোন কুয়াসা নাই, সন্দেহ নাই — প্রজ্ঞা ধ্রুব-সত্যকে দর্শন করে। যিনি এই প্রজ্ঞার সন্ধান পে'য়েছেন, তিনি পরম চেতনা লাভ ক'রেছেন ; তিনি মনুষ্যের নমস্য। অতি অল্প লোকেই এই প্রজ্ঞার সন্ধান পায়।

———

মিথ্যাচার

যে জাতির লক্ষ্য 'সত্য' নহে, সে জাতির কোন সাধনাই সফল হবে না। সত্য বর্জিত জাতির জীবন অন্ধকার — জাতির উন্নতির জন্যে তারা বৃথাই শরীরের রক্ত ক্ষয় করে।

সত্যই শক্তি। ইহা সকল কল্যাণের মূল। ইহাতে মানুষের সর্বপ্রকার দুঃখের মীমাংসা হয়। সত্যকে ত্যাগ ক'রে কোন জাতি বড় হয় নাই, হবে না। মানব-জীবনের লক্ষ্যই সত্য। ইহাই শান্তি ও ঐক্যের পথ। সত্যের অভাব — বিরোধ ও দুঃখ সৃষ্টি করে। মানুষে মানুষে, বন্ধুতে বন্ধুতে, আত্মীয়ে আত্মীয়ে, পরস্পরে মনান্তর উপস্থিত হয়। সত্য বর্জন ক'রে তোমরা কোন কাজ ক'রতে যেও না — এর ফল পরাজয়!

জনৈক কোম্পানীর ডিরেক্টরকে জানি, তিনি মনুষ্যত্ব ও দেশ-সেবার নামে মানুষের সঙ্গে কেবলই মিথ্যা ব্যবহার ক'রতেন। মনুষ্যত্বের নামে, দেশসেবককে সর্বপ্রকার মিথ্যা পরিহার ক'রেই চ'লতে হবে। যদি মিথ্যাকে পরিহার করে না চ'লতে পার, তবে দেশসেবকের আসন ত্যাগ ক'রে বরং পল্লীর একজন অজ্ঞাত মানুষ হও। ছোট জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্তব্যগুলি পালন কর। মিথ্যা প্রতারণা দ্বারা কোন কাজ হবে না। মিথ্যার সাহায্যে যদি কোন বড় কাজ ক'রতে অগ্রসর হ'য়ে থাক, বুঝতে হবে তুমি

সে কাজের যোগ্য নও। সবিনয়ে স'রে যাও।

গ্রন্থকার এক সময় তার "উন্নত জীবন" বইখানি নিয়ে কোন এক সম্পাদকের কাছে গিয়ে সমালোচনা বের করতে অনুরোধ ক'রেছিলেন। তিনি স্বীকার করলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন দিন সে পুস্তকের সমালোচনা বের হয় নাই। আর এক প্রবীণ সম্পাদকের কাছে তিনি দু'মাস ঘুরেছিলেন, প্রত্যেক বারই তিনি ব'লতেন, এইবার সমালোচনা বের হবে — তাঁর সে কথা মিথ্যা।

এই সমস্ত কথা লেখবার উদ্দেশ্য দেশের ছোট-বড় (?) কারো সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। তাঁদের প্রাণ দেশপ্রেমে এত পরিপূর্ণ (?) যে, জীবনের ছোট ছোট কাজে তাঁরা সত্য রক্ষা ক'রতে পারেন না। অনেক সময় সাধারণ মনুষ্যের স্তর থেকে তাঁরা এত উর্দ্ধে (?) উঠে যান যে, জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্তব্যের কথা তাঁদের মনেই থাকে না। সত্য বলছি, আদর্শ জীবনের ভাব ইহা নয়। জগৎ এই শ্রেণীর লোককে অশ্রদ্ধায় আসন ছেড়ে উঠে যেতে ব'লবেই।

জনৈক ইস্‌লামের সেবক তিন বৎসর ধ'রে প্রতি সপ্তাহে লিখতেন, আগামী বারে আপনার কাজ হবে, কোন দিন কাজ হয় নাই। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু তা দিয়ে কি হবে? যদি জীবনকে সার্থক ক'রে তোলবার ইচ্ছা হয়, মানুষের সাধুবাদ ও প্রশংসা অপেক্ষা যদি নিজের বিবেক ও

মনকে তৃপ্ত করার বাসনা থাকে, যদি সত্যই মানব-সমাজের কল্যাণ ক'রতে চাও, যদি যথার্থ মানুষ হ'য়ে জগতের সামনে আসন নিতে চাও, তবে 'সত্য'কে শ্রদ্ধা ক'রতে শেখ। ইহাই ব্যক্তি এবং জাতির সিদ্ধি ও সফলতার পথ, ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নাই। শ্রীরামকে ১৪ বৎসরের জন্যে বনে পাঠিয়ে ঋষি বাল্মিকী জানাতে চেয়েছেন কথার মূল্য কি? সত্যরক্ষার জন্য রামকে সিংহাসন ত্যাগ ক'রে কি কঠিন দুঃখই না বরণ ক'রতে হয়েছিল। বস্তুতঃ সত্য পালনের জন্য এই ভাবে কঠিন দুঃসহ দুঃখই বরণ করতে হবে। কথায় কথায় মিথ্যাচরণ, বাক্যের মূল্যকে অশ্রদ্ধা করা, এ সব সত্যনিষ্ঠ স্বাধীন জাতির লক্ষণ নয়। স্বাধীন হবার জন্যে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা-বোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক, তাদের আবেদন-নিবেদন আল্লাহ্‌তালার কাছে পৌঁছিবে না, তাদের স্বাধীনতার মন্দির-দ্বার থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হবে। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যাচারী, সেখানে দু'-এক জন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে জীবনে বহু বিড়ম্বনা সহ্য ক'রতে হবে, কিন্তু মানব কল্যাণের জন্য, সত্যের জন্য, সে বিড়ম্বনা ও নিগ্রহ সহ্য ক'রতেই হবে।

ক্রয় বিক্রয়ে, পারিবারিক কার্যে, অফিস-আদালতে, কাজ-কারবারে, পরস্পর বাক্যালাপে, রেল-ষ্টীমারে সর্বত্রই জাতির মুক্তির জন্য যতই চিৎকার করি না কেন, জাতি যতক্ষণ না জাতির সর্বপ্রকার গ্লানি-মুক্ত হ'তে চেষ্টা করে, তাবৎ তার

কল্যাণের কোন আশা নাই। জাতি ও দেশের বড়াই যতই করি, জগৎ সে বড়াই-এর দিকে ফিরে তাকাবে না।

সত্য, মনুষ্যত্ব, মহানুভবতা ও ত্যাগই জাতীয় শক্তির মূল উপাদান। কার্থেজ যুদ্ধে বন্দী রেগুলাস (Regulas) তাঁর বাক্যের মর্যাদা রক্ষা না ক'রলেও পারতেন। তিনি সন্ধির জন্য কার্থেজ হ'তে রোমে এসে সিনেটাররে (Senator) বললেন, কার্থেজবাসীদের সঙ্গে কখনও নত হ'য়ে সন্ধি ক'রো না। রোম সন্ধি না ক'রলে তিনি আবার কার্থেজে ফিরে যাবেন, এই প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছিলেন। তিনি যখন প্রত্যাবর্তন ক'রতে প্রস্তুত হ'লেন, তখন সিনেটাররা বললেন — শত্রুর কাছে প্রতিজ্ঞার কোন মূল্য নেই। রেগুলাস (Regulas) বললেন, তোমরা আমার আত্মাকে অপমান ক'রতে চাও? কার্থেজে ফিরে গেলে আমার দণ্ড হবে, কিন্তু কোন মতে আমি নীচ হ'তে পারব না। যে জাতির মধ্যে এই ধরণের মানুষ জন্মে তারাই প্রাতঃস্মরণীয় জাতি। অট্টালিকা, বিলাস-ব্যসনাসক্তি সভ্যতার নিদর্শন নয়। ত্যাগ, দুঃখবরণ এবং সত্য নিষ্ঠাই জাতির মুক্তির পথ প্রস্তুত করে। ধাপ্পাবাজীতে জগৎ টিকে নাই। ফাঁকি দিয়ে জয়লাভ করা সম্ভবপর নয়।

জাতির বড় কাজে বরং মিথ্যাকে সমর্থন করা যায়, কিন্তু জীবনের ছোট ছোট কাজে মিথ্যাচরণ কখনও সমর্থনযোগ্য নহে। জলো দুধ বিক্রয় করা, ভেজাল বিক্রয় করা, মিথ্যা বিজ্ঞাপনে

লোক ভুলিয়ে পয়সা উপায় করা, ঘৃতের নামে চর্বি বিক্রয় করা, ষ্টেশনে জনসাধারণের কাছ থেকে কৌশলে টাকাটা সিকিটা আদায় করা, জমিদারীর সেরেস্তায় ৫৲ টাকা বেতনে চাকরী করে কৌশলে মাসিক ১০০৲ টাকা উপায় করা, আদালতে ৫০৲ বেতনের কেরাণী হ'য়ে মাসিক ২০০৲ টাকা উপায় করা, এ সব কাজ জীবনের লজ্জা এবং হীনতারই সূচনা করে। ধার্মিকতা শুধু মুখের কথা নয়, জীবনের কাজ।

——— মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

পরিবার

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলেছেন, — যিনি আপন পরিবারের মধ্যে উত্তম, তিনি আল্লাহ্‌র কাছে উত্তম। যথেচ্ছাচারী রাজার মত পরিবারের যথেচ্ছাচারী কর্তা মনুষ্য-জীবনকে বিষময় করে তোলে। তার প্রতাপে গৃহের সমস্ত মানুষ অন্তরে দগ্ধ হতে থাকে। ফলে তার বিপদে-দুঃখে পরিবারের কারো কোন আন্তরিক সহানুভূতি থাকে না।

বাইরে মানব-সমাজে, মূক পশুর কাছে, প্রেমের যেমন প্রভাব, অধীনস্থ আত্মীয়দের উপরেও প্রেম তেমনি কাজ করে। বালক-বালিকা, আশ্রিতদের দুঃখে সহানুভূতি, তাদের প্রতি সহৃদয়

ব্যবহার পরিবারের সবাইকে যেমন গভীর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করে, তেমনি গৃহের সুখ শত গুণে বর্দ্ধিত ক'রে দেয়। প্রেমের নামে, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়ের নামে মানুষ দুর্বল, শক্তিহীন। মুখাপেক্ষী অধীনস্থদের প্রতি যে অত্যাচার করে, তার তুলনা নাই।

লোকে শিক্ষার নামে কোমলমতি বালক-বালিকাদের অত্যাচারীর (**tyrant**) মত দণ্ড দেয়। প্রেমের অভাবেই এমন হয়। মনুষ্য-সন্তানকে মনুষ্য আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ মনে করে না, — যেন বিপন্ন হ'য়েই পুত্র বলতে বাধ্য হয়, — যেন ঘটনাক্রমে পিতা হয়ে মনুষ্য দুর্ব্যবহারের দ্বারা নিজেদের জীবনের অনুতাপ প্রকাশ করে।

সন্তান আল্লাহ্‌র কাজ ক'রবে, এই উদ্দেশ্যে পুত্র কামনা কর, তা হ'লে পুত্রের মুখ দেখে যে আনন্দ হবে, সে আনন্দ স্বর্গীয় হবে। পাপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে, নিজের দুরাশার ইন্ধনরূপে মানব-সন্তানকে ব্যবহার ক'রতে যেও না। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র বল, 'আল্লাহ্ হু আকবর' 'আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ' সত্যের জয়, — 'প্রেম ও সত্যের জয়।' মানব শিশুর জন্য ইহাই প্রথম মন্ত্র। সমস্ত জীবন তার সত্য-প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হোক। জীবন তার মহত্বে — মানব কল্যাণে যাহা কিছু সুন্দর, পবিত্র, তাতেই উৎসৃষ্ট হোক। নিষ্ঠুর কঠিন মুখ শয়তানের। প্রেম ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা কখনও নিষ্ঠুর বাক্যে হবে না। হ'য়েছে ব'লে যা মনে হবে — তা হয় নাই। কঠিন ব্যবহারে রূঢ়তায় মানবাত্মার অধঃপতন

হয়। সাফল্য কিছু লাভ হ'লেও আত্মা যে দরিদ্র হ'তে থাকে, সুযোগ পেলেই সে আপন পশুস্বভাবের পরিচয় দেয়।

ইস্‌লাম মানে শুধু উপাসনা নয়। বাইরে, রাস্তায়, ঘরে, বিপণীতে, দিনের সমস্ত কাজে সে সর্বাঙ্গ-সুন্দর হবে। যে পরিবারের কর্তা ছোটদের সঙ্গে অতিশয় কদর্য ব্যবহার করে, সে পরিবারের প্রত্যেকের স্বভাব অতিশয় মন্দ হ'তে থাকে। শিশুর প্রতি এক একটা নিষ্ঠুর কথা, একটা মায়াহীন ব্যবহার — তার মনুষ্যত্ব অনেকখানি ক'রে কমাতে থাকে। অতএব শিশুকে নিষ্ঠুর কথা ব'লে, তার সঙ্গে প্রেমহীন ব্যবহার ক'রে, তার সর্বনাশ করো না। একটা মধুর ব্যবহার অনেকখানি রক্তের মত শিশুর মনুষ্যত্বকে সঞ্জীবিত করে। পরিবারের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্যে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। ইহাই পরিবারের প্রতি প্রেম। দিনের সমস্ত কাজই চলেছে, কিন্তু পরিবারের লোকগুলি যে ধীরে ধীরে বিনষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, তার উদ্ধারের কোন আয়োজন নাই। আত্মাকে জীবনের পথে, আলোকের পথে নিতে হ'লে তাকে ঘা দিতে হবে, — পরিবারের কল্যাণেচ্ছুদের ইহাই শ্রেষ্ঠ কাজ। শুধু বোধহীন আবৃত্তিতে আত্মা সচেতন, জাগ্রত, ব্যাকুল এবং সত্যের জন্যে অস্থির হ'য়ে ওঠে না। আল্লাহ্‌র কালাম অনুভব করা চাই, নৈলে বিশেষ কোন ফল হয় না।

অর্থ-লোভে দিবারাত্র ছেলেদের দিয়ে বই মুখস্থ করান

বড় কথা নহে, — পরিবারে ছেলেদের ভিতর যাতে মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়, তার চেষ্টা করা উচিত। পশু জাতীয় বড় লোক বা স্বার্থপর বা আত্মসুখ-সর্বস্ব শিক্ষিত পণ্ডিত হ'য়ে লাভ কি? পরিবারের সবাই যাতে উদারহৃদয় সত্যবান মানুষ হ'য়ে ওঠে, তার চেষ্টা কর।

নির্ভরশীলদের বিশ্বাস কর, তাদের মনুষ্যত্বেও আত্ম-মর্যাদাজ্ঞান জাগ্রত হবে। তাদের অবিশ্বাস ক'রো না, তাদের আত্মমর্যাদাজ্ঞানে আঘাত দিও না, তাদের লজ্জা দিও না — তাদের মনের কোণে গোপনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগবে। যদি বিশ্বাস ক'রে প্রতারিত হও, তবুও বিশ্বাস কর।

ছোট হোক বড় হোক পরিবারের কাউকে কখনও খারাপ কথায় আঘাত দিও না। এতে মনুষ্যের মন অতিশয় ব্যথিত হয়, সে পীড়া-দাতাকে ঘৃণা করে; মানুষের ভক্তি ও বিশ্বাস ব্যতীত মানুষকে লাভ করা যায় না।

বিশ্বাস কর, অন্তর্নিহিত সুবুদ্ধির কাছে নিবেদন কর, ভক্তি-বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন ক'রবে। পরিবারের প্রতি সহানুভূতিই পরিবারে প্রাণ। এই ভাবটি যাতে বেড়ে ওঠে তার চেষ্টা চাই। যে পরিবারে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি নাই, সে পরিবারের কোন উন্নতি সম্ভব নয়।

প্রেম

খৃষ্টানধর্ম আজ এত সমুজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দিয়েছে ইস্‌লাম ধর্মের প্রভাবের ফলে। আল্লাহ্‌র মঙ্গলবাণী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে প্রচার ক'রেছিলেন, তার ফলে ইঞ্জিল কেতাবের দীপ্তি ইউরোপবাসীর চোখে সমুজ্জ্বল হ'য়ে প্রতিভাত হয়েছে। *

আতুর, কয়েদী, পাগল, দাস, কুষ্ঠ রোগীকে ইউরোপ কুকুরের মত, বন্য পশুর মত ঘৃণা ক'রতো। পিসা (Pisa) শহরে জীবন্ত মানুষেব শরীরে এনাটমী শিখ্‌বার জন্যে ডাক্তারেরা স্কালপোল (ছুরী) ব্যবহার ক'রতো। মানুষের উপর এই অত্যাচারের কাহিনী প'ড়ে আমরা ভীত হই। আত্মা ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। **

---

* সত্যের মর্যাদার জন্য এ — কথাও ব'লতে হবে, আজ খ্রীষ্টান জাতি এবং তাদের culture ইস্‌লামের সৌন্দর্য নূতন ক'রে অনুভব ক'রতে আমাদের সাহায্য করেছে। কার কতখানি কৃতিত্ব, এই বৃথা তর্কের অন্তরালে, মানুষের মনুষ্যত্ব, প্রেম, বিনয়, তার নিজস্ব মূল্য কি তাই দেখ্‌তে হবে।

** Lunatics were chained and put in cages like wild beasts. The lepers were banished ..... The gally-slaves were made to tug at the oar, until they expir in misery.

মানব জাতির জন্যে আশীর্বাদ হ'য়েই ইস্‌লাম যথাসময়ে পৃথিবীতে এসেছিল। ছোট নাই, বড় নাই, ধনী নাই, দরিদ্র নাই, পীড়িত, লাঞ্ছিত, দাস, গোলাম, রোগী সব ভাই। *

ইস্‌লামে দান খেয়ালী বিষয় নহে, তা আল্লাহ্‌র অপরিহার্য আদেশ। 'জালেম' ও 'জুলুম'কে ইস্‌লাম আল্লাহ্‌র অভিশাপ দেয় — আন্তরিক ঘৃণা করে। 'মজলুম'কে সমস্ত প্রাণ দিয়ে রক্ষা কর — এই তার বাণী।

ইস্‌লাম তস্করের হাত কাটতে, ব্যাভিচারীকে পাথর মারতে বলেছে, কিন্তু সে ক্ষমার কথাও বলেছে। মুসলমান সাধু

Criminals were crowded together without regard to age or sex, until the prision of Europe became the very sink of iniquity. Some four hundred years ago criminals were given over to be dissected alive by the Surgeons of Florence and Pisa. — Smile's Duty, page 324.

* Husbands, wives and children were seperated from each other and sold indiscriminately over all parts of the slave states. The slave-owners tracked their slaves, with blood-hounds and often brought them back to their work and increased their floggings. — Smile's Duty, page 434.

"And your slaves, feed them with your own food, and cloth them with your own staff. Do not torment them ....know that you are all on the same equality and one brotherhood." — Hozrat Mohammad.

চোরকে রিক্ত হস্তে ফিরতে দেখে, ব্যথিত চিত্তে আপন একমাত্র সম্বল কম্বলটি চোরের যাওয়ার পথে রেখে দিয়েছেন। সাধু ফকিরদের জীবন-কাহিনী কত সুন্দর, জগতে কোথাও তার তুলনা নেই

ইস্‌লামে মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম — অপর জাতির প্রতি প্রেম নিম্নলিখিত সত্য ঘটনায় সুন্দর ভাবে ফু'টে উঠেছে। এ প্রেমে আপন-পর নাই, জাতি-বিচার নাই। মিশরে এক সময়ে একটি মসজিদ ভস্মীভূত হয়। কতকগুলি লোক সন্দেহ ক'রল, খৃষ্টানদের এ কাজ। তারা সন্দেহ ক'রে খৃষ্টানদের ঘর জ্ব 'য়ে দিল খলিফা কিন্তু অপরাধীদের নিজের জাত ব'লে মাফ করলেন না। বিচারক কতকগুলি কাগজে 'মৃত্যু-দণ্ডে', কতকগুলিতে 'বেত্রাঘাতের দণ্ড' লিখে, তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, — "যার যেখানা ইচ্ছা তুলে নাও।" কোন্ কাজে কি শাস্তি লেখা আছে, তা তাদের জানতে দেওয়া হ'ল না। খলিফার কঠিন শাস্তি অপরাধী মুসলমান-দের গ্রহণ ক'রতে হ'লো। ইহাই ইস্‌লামের কঠিন আদর্শ, ইহাই প্রেমের সত্য আদর্শ।

সেই অপরাধী জনসঙ্ঘের মাঝে দুই ব্যক্তি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের এক জনের ভাগ্যে ঘটেছিল মৃত্যুদণ্ড। অপরের বেত্রদণ্ড। প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি বললে, — "আমার মরণের ভয় নাই, কিন্তু আমার নিঃসহায় মা আছেন, তাঁরই

জন্য দুঃখ হ'চ্ছে। কে তাঁর সেবা ক'রবে? পাশের ব্যক্তি তার হাতে নিজের শাস্তিপত্রখানি দিয়ে বললে — "আমার মা নেই, আমার মরণে কারো ক্ষতি হবে না।"

যার মরণের কথা ছিল, সে মুক্তি পেল, যার বাঁচবার কথা ছিল, সে আনন্দে মৃত্যু বরণ ক'রলো।

এই লোকটির সংবাদ জগৎ রাখে নাই। কিন্তু তার জীবনের মহা আদর্শ মনুষ্যকে শিক্ষা দিয়েছে — প্রেম কাকে বলে।

অনেককাল আগে একবার আমি চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম। গাড়ীর মধ্যে এক জন দুর্বলকায় ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী লে... এসে প্রবেশ ক'রলো! গাড়ীতে জায়গা ছিল, অনেক... কয়েক জন কাবুলী উপাসনার ভাণ ক'রে তাদের দীর্ঘ ...র এবং উপাসনার আসন দিয়ে সমস্ত জায়গা জুড়ে রাখলো। আমি বিধর্মিকে দয়া-পরবশ হ'য়ে একটু স্থান দিতে সবাইকে অনুরোধ করলাম। গাড়ীর সবাই রেগে উঠলো। শেষকালে ...মি অতি কষ্টে কোন রকমে সেই ক্লান্ত অতিথিটিকে এক... দিলাম। আমার এই অন্যায় (?) ব্যবহারে কাবুলী ভাইরা এবং অন্যান্য সবাই চটে গেল। শেষরাত্রে নিদ্রাকাতর হ'য়ে যেই একটু শোবার জন্যে একটু কাৎ হয়েছি, অমনি কতকগুলি হাত আমার নাক নিয়ে টানাটানি আরম্ভ ক'রলো। কান যে ম'লে দেয় নাই এইটাই সৌভাগ্যের বিষয়। ইস্‌লামের প্রতি

আত্মার প্রেম লোকগুলি এই ভাবে সার্থক করলো। বস্তুতঃ এ ইস্‌লামের কাজ নয়। ইস্‌লামের প্রেমে জাতি-বিচার নাই। সর্বত্রই সে ন্যায়নিষ্ঠ এবং মহাজন।

এমার্সন ব'লেছেন,—"কোমল, পেলব, বেঙের ছাতাগুলি মৃদু আঘাতে কঠিন মাটির চাপড়া ভেঙ্গে দেয়। তার কাজ কেমন শান্ত, অথচ অব্যর্থ। প্রেম ও দয়া মানব-চিত্তকে জয় করে। মনুষ্য-হৃদয়ে ন পাতবার, আকর্ষণ করবার, দ্বিতীয় কোন পথ নেই। স্হীন শাসনের ফল দ্রুত কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; প্রেমের শাসনই স্থায়ী।"

জন উলম্যান (**JhonWoolman**) বলেছেন, — "মানুষের আর্তনাদ আমাদে কানে পৌঁছে না। বিধবার ব্যথা, পিতৃহীনের করুণ নয়ন আমা দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কত শত নয়ন পতিত হ'য়েছে, কত মুখ শোক-দুঃখ-ভারে বিবর্ণ হ'য়েছে, আমরা তা দেখি না। আমাদের হাসি, উল্লাস, উৎসব, গান থামে নাই। মানব-দুঃখ আমাদের জাগায় নাই। মানুষের পাপে আমাদের শরীর শিহরিয়া ওঠে নাই।"

রোগীর যাতনা, তার দুঃখের দুঃসহ জ্বালা, সুস্থ মানুষ অনুভব ক'রতে পারে না। দুঃখীর দুঃখ যিনি যতটুকু অনুভব করেন, তিনি তত বড় মানুষ। হাসি খেলায় দিনমান শেষ হয়, কিন্তু যাতনাদগ্ধ নর-নারীর আর্তনাদ দিনের প্রতি মুহূর্তে কি কঠিন প্রতিধ্বনি জানাচ্ছে — কে তা চিন্তা করে? কে ব্যথিতের বেদনার

কথা ভেবে জীবনের সুখকে বিষাদ-মলিন ক'রে তুলবে? যে মুখ মানব-দুঃখে উদাসীন, সে মুখ পশুর মুখ, সে মুখ মানুষের যোগ্য নয়।

শীতকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের মাতা একখানি পাতলা বস্ত্র গায়ে দিয়ে শুয়েছিলেন। তা দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, — 'মা আমি তো আপনাকে তুলা দিয়ে গরম লেপ তৈরী করে দিয়েছি, এই শীতে আপনি এই সামান্য বস্ত্রে রাত্রি কাটা[illegible]"

মা বললেন, — "বাবা, এই গ্রামে অনেক [illegible]গিনী আছে, যাদের গায়ে দেবার বস্ত্র নেই, তাদের কথা [illegible] ক'রে আমি গায়ে গরম কাপড় দিতে পারছি না।" কি সুন্দর মহানুভবতা, কি স্বর্গীয় সহৃদয়তা, — দরিদ্রের প্রতি তাঁহার [illegible]শ্চর্য প্রেম।

সুইডেনের রাজকুমারী ইউজীন পীড়িতের [illegible]থা চিন্তা ক'রে তাঁর সাধের রত্ন-অলঙ্কারগুলি কণ্টক বলে বি[illegible]না ক'রেছিলেন। তিনি সেগুলিকে বিক্রী ক'রে দুঃখীদের জন্যে এক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। একদা হাসপাতাল পরিদর্শনকালে জনৈক রোগী তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "মা আপনার এই হাসপাতালে আশ্রয় না পেলে আমি রাস্তায় প্রা[illegible]গ করতাম।" এই কথা ব'লে লোকটি নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। রাজকুমারী তা দেখে বললেন, "এই অশ্রুধারাই আমার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, আজ আমি মুক্তার হার কণ্ঠে ধারণ ক'রলাম।"

৬—

আমরা কি সত্যই উন্নতির পথে চলেছি ? —
তা হ'লে দেখতে হবে, আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগ্রত হ'চ্ছে কি না। সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত সভ্যতা, সকল ধার্মিকতার প্রাণ — প্রেম। প্রেম ব্যতীত জাতির সমস্ত সাধনা ব্যর্থ। প্রেম মনুষ্যকে ত্যাগী করে, তাকে দুঃখ বরণ ক'রতে উদ্বুদ্ধ করে, মানুষের এবং জাতির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রেম কখনও মানুষকে অবিবেচক, নিষ্ঠুর, আত্মসর্বস্ব, অবিনয়ী, পরস্বাপহারী, দাম্ভিক করে না।

দেখতে হবে আমরা দেশের মানুষকে ভালবাসি কি না। দেশের কল্যাণের জন্যে ত্যাগ স্বীকার ক'রতে শিখেছি কি না ? তা হ'লে আমাদের জাতির সত্য উন্নতি শুরু হ'য়েছে।

আমরা কি প্রতিবেশীকে আঘাত করি ? — আমরা কারও দাবী নষ্ট করি ? — জাতির দুঃখে কি আমাদের কোন সহানুভূতি নাই ? — পরস্পরে কি আমরা মিথ্যা ব্যবহার করি ? তা হলে বুঝবো কিছুই হয় নাই।

মনুষ্য যতই অপরাধী ও মূঢ় হোক না কেন, তাকে আঘাত করে মানুষের মনে যখন আনন্দ হয়, তখন বুঝতে হবে, শয়তান আত্ম-তৃপ্তি লাভ ক'রছে ! সে আঘাত মানুষের নয়। মনুষ্যকে শাস্তি দাও — আঘাত কর কর্তব্যের খাতিরে — পশুর আনন্দে নয়।

———

সেবা

যে দুঃখী পীড়িতের ব্যথা মর্মে অনুভব ক'রে সেবার কাজে আত্মদান করে, সে মানুষের গৌরব। কোন কোন ভ্রাতা বলে থাকেন, — "খৃষ্টান ও হিন্দুরা সেবার দ্বারা মানুষের চিত্ত জয় করে, তাদের প্রতারণা-জাল থেকে সাবধান!"

সেবা ও প্রেমকে অশ্রদ্ধা করা মুমীনের ক[illegible] নয়। যারা সেবা-ধর্মে নিজেদের জীবনকে ধন্য করেছে তা[illegible] বিধর্মী হলেও উদার মুসলমান তাকে শ্রদ্ধা করেছে, ভালবেসে[illegible]ন্দর মহা[illegible]

বিধর্মী সম্রাট নওশেরোয়াঁ বিচার ও ন্যা[illegible]শ্চর্য প্রেম[illegible] চিরদিন মুসলমানের শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি পেয়েছেন। যি[illegible] এবং সেবক, তিনি ন্যায়-বিচারক ও দুঃখীর বন্ধু।

যখন বিধর্মী তায়ী সম্প্রদায় বন্দী হয়ে হজরতের সম্মুখে নীত হলো তখন বন্দীদের মধ্য হতে একজন মহিলা বললেন, — "মহানুভব, আমি হাতেমের বংশধর!" হজরত বললেন, — "এদের মুক্ত করে দাও। বিধর্মী হলেও সেবাধর্মে হাতেম আল্লাহ্‌র কাছে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর কন্যাকে আঘাত করা হবে না, সবাইকে মুক্ত কর।"

হজরত মহিউদ্দীন জিলানী যখন সামান্য ছাত্র, তখন এক দিন রাস্তার ধারে পতিত এক পীড়িতকে বুকে ক'রে আপন শয্যায় আশ্রয় দিলেন। তাঁর সেবায় রোগী রোগ মুক্ত হলো;

সে মহিউদ্দীনকে প্রাণভরে আশীর্বাদ ক'রলো। সেই দিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে শুনলেন, — "তোমার জীবনের এই প্রেম সার্থক হবে। মানব-কল্যাণের সাধনায় তোমার জীবন ধন্য হবে। আল্লাহ্ তোমায় মহৎ স্থান দান করেছেন।"

সৈনিক সবক্তগীন যে দিন হরিণ-মাতার মুখের দিকে চেয়ে করুণা-[illegible]লিত-চিত্তে মৃগ-শিশুকে ছেড়ে দিলেন, সেই দিন আল্লাহ্ তাঁকে [illegible]লনভার দিয়ে তাঁর প্রেমকে পুরস্কৃত ক'রলেন। প্রেমের [illegible]র হবেই — প্রেমে আল্লাহ্‌র আরশ জোরে নড়ে। প্রেম, দয়া[illegible]সবা ইস্‌লামের অঙ্গ। দুঃখীর জন্য দান (জাকাত) ইস্‌লামের [illegible]রিহার্য বিধান। ইসলামের জাকাতের টাকা থেকে অনেক হাঁসপাতাল অনেক সেবা-সঙ্ঘ চ'লতে পারে।

জল-প্লাবনে, রোগে, দুর্ভিক্ষে বিভিন্ন দেশে সেবা-সঙ্ঘের ভিতর দিয়ে মানুষ অর্থ[illegible] মধ্যে [illegible]ন করেছে। যাঁরা দান করেছেন, যাঁরা জীবন দিয়ে তার সেবা করেছেন, সেবার দুঃখ সয়েছেন — তাঁরা প্রেমিক। মানুষের শ্রদ্ধা — সংবাদপত্রে নাম তাঁরা চাননি। বিবেক, মনুষ্যত্ব ও আত্মার ধর্মকে তাঁরা সার্থক করেছেন। জগৎ এঁদের পদস্পর্শে ধন্য হয়েছে। এঁদের প্রেম ও অশ্রুর মূল্য রাজার রাজতখ্‌তও নয়। মানুষের দুঃখে অশ্রু যাঁরা ফেলেছেন, মানব-দুঃখের জন্য যাঁরা সেবা-কার্যে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁরা আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ পেয়েছেন। জীবন শেষ হবেই,—কিন্তু ধন্য হবার ইহাই পথ।

পণ্ডিত হ'য়ে লাভ কি, যদি না প্রেমে পাণ্ডিত্যকে সার্থক করি! বড়লোক হ'য়ে লাভ কি, যদি না আপন বিত্ত-মহিমা প্রেমে সার্থক করি! অফুরন্ত উপাসনায় অল্লাহ্‌র কি প্রয়োজন, যদি না উপাসনা প্রেমে সার্থক হয়! বস্তুতঃ প্রেমহীন জীবন, জ্ঞান এবং ধার্মিকতা কিছুই নয়। মানবের সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত সাধনা, প্রেম-সাধনায় সার্থক হয়।

পরসেবায় আমরা অনেকে হয়ত জীবন দান ক'র[illegible] পারি, কিন্তু যাঁরা আপন প্রাণ সেবার কার্যে উৎসর্গ [illegible]ছেন — অর্থ দিয়ে তাঁদের কাজে সাহায্য কি আমরা [illegible]ত পারি না? পীড়িতদের জন্য সামান্য কিছু দান করা[illegible]কি কষ্টকর হবে? কে ব্যাধি দেখে নির্ভয়ে চলেছে? কে শঙ্কা, সন্দেহ, মরণকে উপহাস ক'রে আল্লা[illegible] ব'লে ছুটেছে? — মুস্‌লিম। কার প্রাণে ভয় নাই? — সে মুস[illegible] [illegible]পন্ন, পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে মোস্‌লেম যুবককে দেখি না কেন? বিপদ ও মরণ-বিজয়ী মুস্‌লিম, তোমাকে ত কোনদিন কাপুরুষ দেখি নাই? পরকালের পুরস্কারের আশায় হে বিশ্বাসী! তোমাকে দেখেছি তোমার মহাযাত্রাকে সার্থক ক'রতে। মৃত্যুকে তুমি কি ভয় কর? প্রেম ও ত্যাগই যে জীবন!

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে মীলানে (Milan) প্লেগের আবির্ভাব হয়। প্লেগ অতিশয় ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধি। মনুষ্য প্লেগের ভয়ে দিশাহারা হ'য়ে পলায়ন করে। অনাহারে, বিনা

চিকিৎসায়, মানুষ পথে প'ড়ে মরে। আত্মীয় আত্মীয়কে ত্যাগ ক'রে, বন্ধু বন্ধুকে ফেলে যায়। এই পাপ-পূর্ণ দুঃখের সংসারে অনেক মানব-দেবতাও বাস করেন। তাঁদের স্পর্শ কি শক্তি-পূর্ণ। তাঁদের বাক্য কি প্রেম-মধুর। আল্লাহ্‌র ছায়ারূপে পৃথিবীর দুঃখ-দগ্ধ মানব-সন্তানকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁরা সংসারকে মধুর করেন।

মীলানে [illegible] গ আরম্ভ হয়েছে। বরোমী (Barromes) ব'লে একজন সাধু বললেন, — "আমাকে এইখানে যেতে হবে।" বন্ধুরা শঙ্কিত হ'য়ে বললেন, "আপনি কি প্রাণ দিতে যাচ্ছেন? আপনি কি মরণকে ভয় করেন না?" বরোমী বললেন, — "আমার জীবনের চাইতে দুঃখীর ব্যথার মূল্য বেশী। আমাকে যেতেই হবে।" [illegible] সাধু ও মারফত-পন্থী বুজর্গ বললে আমরা বুঝি তিনি দিবারাত্র [illegible] মধ্যে আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ করেন। দোয়া প'ড়ে রোগীকে রো[illegible] করেন। বুজর্গের ইহাই ভাব নয়। ইহা ধর্মহীন লোকে[illegible]। বুজর্গ ও সাধুর প্রধান ধর্ম—সেবা, প্রেম এবং ত্যাগ, দুঃখীর প্রতি অফুরন্ত সহানুভূতি, জীবন দিয়ে স'য়ে আল্লাহ্‌র এবাদত করা; আরামে কম্বলের মধ্যে ব'সে পরের পয়সায় উদর পুষ্ট করা নয়। সাধু মৃত্যুকে ভয় করেন না — তিনি ফুঁ দিয়ে কাজ শেষ করেন না। তিনি পীড়িতের মধ্যে যান, দরিদ্রের সেবা করেন, দুঃখীর জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন এবং হজরত মোহাম্মদের ন্যায় আপন হস্তে মলমূত্র

পরিষ্কার করেন। সেবক শুধু দরুদ পড়েন না, সেবাকার্যের প্রয়োজন হ'লে প্রাণ দেন। সেবায় তাঁর কোন অহঙ্কার নাই।

মীলান শহরে প্লেগ চার মাস কাল থাকে। সাধু বরোমী ঔষধ ও পথ্য হস্তে সর্বত্র যেতেন, দুঃখীর সংবাদ নিতেন, ঔষধ বিতরণ করতেন। রাত্রিকালে দুঃখীদের জ[illegible] আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতেন, মরণোন্মুখ রোগীর পার্শ্বে ব'সে বন্ধুর মত—মায়ের মত তাকে আল্লাহ্‌র অনন্ত প্রে[illegible] শুনতেন। এই সাধু সেবা ও প্রেমকে অনুকরণ [illegible]রও অনেক গুণমুগ্ধ ব্যক্তি তাঁকে অনুসরণ করলেন এবং যতদিন না ব্যাধি সম্পূর্ণভাবে শেষ হ'লো, তাবৎ তাঁরা ভয়ে সেবার ক্ষেত্র ত্যাগ করলেন না।

বরোমী কিছু দিন পর দেখলেন [illegible]নতিক অধঃপতন, অপবিত্র পাপজীবন; [illegible]ত পাপাচারে উল্লাস করে, অভিশপ্ত, ঘৃণিত জীবনে [illegible] থাকে। তিনি সর্বত্র লোক-শিক্ষার জন্য প্রাইমারী [illegible]ন করতে লাগলেন, সাধারণের মাঝে প্রচার ক'রতে ল[illegible] এর ফল কি হ'লো?—সাধু নামধারী কতকগুলি ভণ্ড বল্‌লে,—বরোমী কাফের! একে খুন করো। যে কথা সেই কাজ। বরোমী একদিন যখন ইতর লোকদের মাঝে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করছিলেন — সেই সময় এক ভাড়াটে [illegible]হন্তা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। ভক্তের প্র[illegible] আল্লাহ্‌র কি[illegible]। তিনি আপন

ভক্তকে, সাগরবক্ষ, অগ্নিসমুদ্র, ঝড়ঝঞ্ঝা হ'তে আশ্চর্যভাবে রক্ষা করেন। গুলি বরোমীর বস্ত্র ভেদ ক'রে তাঁর শরীরে প্রবেশ ক'রতে পারল না। তিনি হাস্যমুখে তাঁর শত্রুদের আশীর্বাদ করলেন, তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র দয়া ভিক্ষা করলেন। এই কাজ — এই সেবা, এই সাহস, আর এই অপরিসীম প্রেম ও শত্রুর প্রতি স্নেহভাবই সাধু-জীবনের পূর্ণ সত্য-চিত্র; এবং সে চিত্র স্বর্গীয়, মহৎ, পবিত্র, পাপীর পথ-প্রদর্শক। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, এ স্বর্গীয় চিত্রে কলঙ্ক নাই।

সমাপ্ত